POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা। (তওবা: ৭২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 30

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 24 July, 2025 28 মহররম-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমি সর্বশক্তিমান খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমার নির্দশনাবলীর সাক্ষী কেবল মুসলমানই নহে, বরং পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহারা সকলেই আমার নির্দশনাবলীর সাক্ষী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

১১৪ নং নিদর্শন: প্লেগ বিস্তৃত হইয়া পড়া সম্পর্কে আমার নিকট ইলহাম হইল الامراض تشاع والنفوس تُضاع অর্থাৎ ব্যাধি বিস্তৃত করা হইবে এবং প্রাণের লোকসান হইবে। যাহারা ইচ্ছা হয় দেখিয়া লউক যে,আমি এই ইলহাম প্লেগের বিস্তৃতির পূর্বেই আল-হাকাম ও আল বদর পত্রিকায়া ছাপাইয়া দিয়াছিলাম। ইহার পর পাঞ্জাবে প্লেগের এত প্রাদুর্ভাব হইল যে, হাজার হাজার গৃহ মৃত্যুর দরুন বিরান হইয়া গেল।

১১৫ নং নিদর্শন:প্লেগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সিরাজুম মুনীরা পুস্তকে লিপিবদ্ধ-ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী يامسيح الخلق عدوانا অর্থাৎ , হে ঐ মসীহ, যাহাকে সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে,তুমি আমাদের প্লেগের সংবাদ গ্রহণ কর। ইহার পর ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইল এবং হাজার হাজার খোদার বান্দা ভীত হইয়া আমার দিকে দৌড়াইল, যেন তাহাদের মুখে এই বাক্যই ছিল يامسيح الخلق عدوانا। এই ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে আমার পুস্তক সিরাজুম মুনীরে লিপিবদ্ধ আছে তেমনিভাবে শত শত ব্যক্তিকে ঘটনার পূর্বে ইহা সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছিল।

১১৬ নং নিদর্শন: একবার ভোরে আমার মুখে খোদার ওহী জারি হইল **'আব্দুল্লাহ্ খান ডেরা ইসমাঈল খান'** অর্থ:ডেরা ইসমাঈল খানের আব্দুল্লাহ) আমার হৃদয়ে ভাবোদ্রেক করা হইল যে, এই নামের এক ব্যক্তি আজ কিছু টাকা পাঠাইবে। আমি কয়েকজন হিন্দু, যাহারা ওহীর ধারা জারী থাকার ব্যাপারে অবিশ্বাসী এবং অনেক কিছুই বেদে সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাসী,তাহাদের নিকট খোদার এই ইলহাম সম্পর্কে বলিলাম। আমি বলিলাম,যদি আজ এই টাকা না আসে তবে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই। ইহাদের মধ্যে একজন হিন্দুর নাম ছিল বসন দাস। সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। সে আজকাল এক স্থানের আমীন। সে বলিয়া উঠিল, আমি এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিব এবং আমি পোষ্ট অফিসে যাইব। ঐ সময়ে কাদিয়ানে দুপুরের পর দুইটায় ডাক আসিত। সে তখনই পোস্ট অফিসে গেল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত জবাব আনিল সে, প্রকৃতপক্ষে আব্দুল্লাহ খান নামক এক ব্যক্তি ডেরা ইসমাঈল খানে একস্ট্রা এসিস্টেন্ট। তিনি কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন। ঐ হিন্দু নেহায়েত অবাক ও বিস্মিত হইয়া বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিল যে, এই ব্যাপারটি আপনাকে কে বলিয়াছে। তাহার চেহারায় অবাক ও হতভম্ব হওয়ার চিহ্নাবলী সুস্পষ্ট ছিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, এই ব্যাপারটি তিনিই আমাকে বলিয়াছেন যিনি গুপ্ত রহস্যাবলী জানেন। তিনিই খোদা, আমরা যাঁহার উপাসনা করি। যেহেতু হিন্দুরা ঐ জীবিত খোদা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত, যিনি সর্বদা স্বীয় কুদরত ও ইসলামের সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন সেহেতু সাধারণভাবে হিন্দুদের রীতি এই যে, প্রথমে তাহারা খোদা তা'লার অদ্ভুত নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করিয়া থাকে এবং যখন তাহারা এইরূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করে যাহার হাতে অদৃশ্যের গোপন ব্যাপার প্রকাশিত হয়, তখন তাহারা বিস্ময়ের সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। লালা শরমপত-এর অবস্থাও তদ্রূপই হইয়াছিল। আমি পূর্বেই লিখিয়াছি তাহার ভাই বিশ্বম্বর দাসের ও খোশহাল নামক এক ব্যক্তির কোন অপরাধে জেল হইয়া গিয়াছিল। শরমপত পরীক্ষাচ্ছলে না কোন বিশ্বাসের দরুন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এই মোকাদ্দমায় ফলাফল কী হইবে। সে আমার নিকট দোয়ারও আবেদন করিয়াছিল। তখন আমি তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিলাম। অবশেষে ঐ খোদা, যিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি রাত্রিতে এই গোপন বিষয়টি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, মোকাদ্দমার ফলাফল এই হইবে যে বিশ্বম্বর দাসের জেলের মেয়াদ অর্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইবে, যেমন আমি দিব্য-দর্শনে দেখিয়াছিলাম যে, তাহার জেলের মেয়াদ স্বয়ং আমি নিজের কলমে কাটিয়া দিয়াছি। কিন্তু আমার নিকট প্রকাশ করা হইল যে, খোশ হালকে জেলের পূর্ণ মেয়াদে ভুগিতে হইবে। মেয়াদের একদিনও কাটা হইবে না। বিশ্বম্বর দাসের জেলের মেয়াদ অর্ধেক কমাইয়া দেওয়ার ব্যাপারটি কেবল দোয়ার ফলেই ঘটিবে। কিন্তু দুইজনের কেহই খালাস পাইবে না এবং মামলার নথি নিশ্চয় জেলায় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ফলাফল তাহাই হইবে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আমার স্মরণ আছে যখন এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল তখন শরমপত অবাক হইয়া গেল এবং আমাদের খোদার কুদরত তাহাকে অত্যন্ত হতভম্ব করিয়া দিল। সে আমার নিকট চিরকুট লিখিল যে, আপনার পুণ্যের দরুন এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল। আফসোস এতকিছু সত্ত্বেও সেই ইসলামের জ্যোতি হইতে কোন উপকার গ্রহণ করিল না। আজকাল সে আর্য। হেদায়াত তো দূরের কথা, আমি ঐ সকল লোকের নিকট এতখানিও আশা করি না যে, ইহারা সত্য সাক্ষ্য দিতে পারে। যদিও ইহারা বৃথা বাগাড়ম্বর করে যে, সত্যের সমর্থন করা উচিত। কিন্তু ইহারা এই কথার উপর আমল করে না। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি যদি হলফ করিয়া শরমপতকে সাক্ষ্য দিতে হয় এবং মিথ্যা বলিলে তাহার সন্তানের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে-হলফে যদি এইরূপ অঙ্গীকার করানো হয় তবে সে নিশ্চয় সত্য বলিয়া দিবে। সে আমার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী। ইহা সম্ভব যে, সে পিছু ছাড়ানোর জন্য বলিয়া বসিবে, আমার স্মরণ নাই। কিন্তু হলফ এইরূপ একটি বিষয় যে, ইহাতে তাহার স্মরণ হইয়া যাইবে। ইহার পরেও যদি সে মিথ্যা বলে তবে নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ আমার খোদা তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং ইহাও একটি নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হইবে। সে সুস্পষ্টভাবে নয়টি নিদর্শনের সাক্ষী।

আমি সর্বশক্তিমান খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমার নির্দশনাবলীর সাক্ষী কেবল মুসলমানই নহে, বরং পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহারা সকলেই আমার নির্দশনাবলীর সাক্ষী।

১১৭ নং নিদর্শন: একবার মালওয়ামাল নাম এক আর্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইল এবং হাতাশার লক্ষণাবলী প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে স্বপ্নে দেখিল যে, একটি বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিয়াছে। সে একদিন নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হইয়া আমার নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি তাহার জন্য দোয়া করিলাম। তখন উত্তর আসিল قلنا يانار كوني بردًا وسلامًا অর্থাৎ আমি আগুনকে বলিলাম, শীতল ও শান্ত হইয়া যাও। বস্তুতঃ ইহার পর সে এক সপ্তাহে সুস্থ হইয়া গেল। সে এখনও জীবিত আছে। বারাহীনে আহমদীয়ার ২২৭ পৃষ্ঠা দেখ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাহার সাক্ষ্যের জন্যও হলফের প্রয়োজন হইবে। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৭৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

এসব কৌশল অবলম্বন করার পর মহানবী (সা.) আপন খোদার সমীপে দোয়ার জন্য হাত তোলেন এবং নিবেদন করেন,

اَللّٰهُمَّ خُذْ عَلٰى أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ فَلَا يَرَوْنَا إِلَّا بَغْتَةً، وَلَا يَسْمَعُوْنَ بِنَا إِلَّا فَجْأَةً

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! কুরাইশের কান ও চোখ তুমি ছিনিয়ে নাও, (অর্থাৎ তাদের গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের থামিয়ে দাও), তারা যেন আমাদের দেখতে না পায়, যতক্ষণ না আমরা অকস্মাৎ তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। আর তারা যেন আমাদের সম্পর্কে কোনো খবর না পায়, যতক্ষণ না অকস্মাৎ আমাদের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লার হিকমতের অধীনে তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং সেই হিকমত এটাই ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর জন্য (মক্কা) আক্রমণ করার অনুমতি ছিল না; আর চুক্তিভঙ্গ হওয়ার কারণে অনুমতি হয়ে গেল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এর ফলাফল কি ভালো হবে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, ফলাফল ভালোই হবে।

মহানবী (সা.)-এর কাছে খুযাআর ঘটনার খবর এলে তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তাদের সেই সব কিছু থেকে রক্ষা করব যা থেকে আমি আমার পরিবার ও ঘরের লোকদের রক্ষা করি।

মহানবী (সা.) হযরত যামরা (রা.)-কে কুরাইশের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে যে-কোনো একটি তাদের গ্রহণ করতে বলেন- হয় বনু খুযাআ গোত্রের নিহতদের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, নতুবা বনু নাফাসার সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেবে, কিংবা হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল করবে।

মহানবী (সা.) মদীনায় আবু সুফিয়ানের আগমনের পূর্বেই সাহাবীদেরকে বলেন, আবু সুফিয়ান তোমাদের কাছে আসছে। সে বলবে, চুক্তি নবায়ন করো এবং চুক্তির সময়সীমা বাড়িয়ে দাও। কিন্তু সে অসন্তুষ্টি নিয়েই ফিরে যাবে, তার কোনো কথাই গ্রহণ করা হবে না।

সম্প্রতি ইরান ও ইজরাইল বিবাদের প্রেক্ষাপটে বিশেষ দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৩ ই জুন, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১৩ এহসান, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহুদ, তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, কয়েক জুমুআ পূর্বে মক্কাবিজয়ের প্রেক্ষাপটে প্রারম্ভিক কিছু (কথা) বর্ণনা করেছিলাম, আজ এ সম্পর্কে আরো কিছু (বিষয়) বিশদভাবে বর্ণনা করব।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এই যুদ্ধাভিযানের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল, কুরাইশের পক্ষ থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা এবং মহানবী (সা.)-এর দূতকে চরম ঔদ্ধত্যের সাথে (তাদের) একথা বলা যে, 'আমরা চুক্তি বাতিল করছি এবং আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করব।' মহানবী (সা.)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি (সা.) মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের চুক্তিভঙ্গের বিশদ বিবরণ হলো, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে এটিও একটি শর্ত ছিল, আরব গোত্রগুলোর মধ্য হতে যারা চায় তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে, আর যারা চায় তারা কুরাইশের সাথে চুক্তি করতে পারে। অতএব, বনু বকর ও বনু খুযাআ যারা হেরেম শরীফের আশেপাশে বসবাস করত, তাদের মধ্য থেকে বনু খুযাআ মহানবী (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বনু বকর, কুরাইশের সাথে সন্ধিচুক্তি করে। আর এর ফলে উভয় গোত্র পারস্পরিক লড়াই-বিবাদ থেকে রক্ষা পায়।

(ফাতহুল বারি শারাহ বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৬১) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ৯০,১১১) (গাযওয়াত ও সারিয়্যা, প্রণেতা-মহম্মদ আজহর ফরিদ, পৃ: ৪৪৫)

অজ্ঞতার যুগে বনু বকর এবং বনু খুযাআর মধ্যে লড়াই চলছিল। তখন বনু বকর বনু খুযাআর একজনকে হত্যা করেছিল, অপরদিকে বনু খুযাআ বনু বকরের তিনজনকে হেরেমের সীমানায় হত্যা করেছিল। বনু বকর এবং বনু খুযাআর মধ্যে পারস্পরিক লড়াই চলমান ছিল। (তখনই) মহানবী (সা.)-এর অর্বিভাব হয় এবং তিনি (নবুয়্যতের) দাবি করলে লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে (চিন্তাভাবনায়) ব্যস্ত হয়ে যায়। নতুন বিষয় তাদের সম্মুখে আসলে সে সম্পর্কে চর্চা আরম্ভ হয় এবং তারা পার স্পরিক (যুদ্ধ) স্থগিত করে। কিন্তু তারা (তাদের) অন্তরে আক্রোশ ও জিঘাংসা লুকিয়ে রেখেছিল।

অষ্টম হিজরীর শাবান মাসে যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির বাইশ মাস অতিক্রান্ত হয় তখন বনু বকরের এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর অসম্মান করে, অর্থাৎ (তাঁকে) অবমাননা করে (কবিতার) পঙ্‌ক্তি পাঠ করে। বনু খুযাআর এক যুবক তাকে (অর্থাৎ বনু বকরের সেই ব্যক্তিকে) তা পাঠ করতে শুনলে সেই ব্যক্তিকে প্রহার করে এবং তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় গোত্রের মাঝে বিবাদ হয়, যদিও আগে থেকেই তাদের মাঝে গোত্রগত শত্রুতা চলমান ছিল। [সাময়িকভাবে লড়াই বন্ধ ছিল।] বনু বকরের যে ব্যক্তি এমন অবমাননাকর (কবিতার) পঙ্‌ক্তি লিখেছিল সে বনু বকর গোত্রের বনু নাফাসা পরিবারের সদস্য ছিল। সেই কবিকে যখন বনু খুযাআর যুবক আহত করে তখন বনু বকর (গোত্রের) বনু নাফাসা (পরিবার) কুরাইশের কাছে বনু খুযাআর বিরুদ্ধে লোকবল ও অস্ত্র-সাহায্যের আবেদন করে।

আবু সুফিয়ান ব্যতীত কুরাইশ সদস্যরা তাদের সাহায্য করতে সম্মত হয়। তার (তথা আবু সুফিয়ানের) সাথে এ বিষয়ে পরামর্শও করা হয় নি আর সে এ বিষয়ে কিছু জানতোও না। একটি ভাষ্য হলো, তার সাথে পরামর্শ করা হয়েছিল, কিন্তু সে তা করতে অস্বীকৃতি জানায়, অর্থাৎ লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ অস্ত্র, ঘোড়া এবং লোকবল দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে। তারা সবাই সংগোপনে আক্রমণ করেছিল যেন বনু খুযাআ প্রতিরোধ করতে না পারে। বনু খুযাআ (হুদাইবিয়ার) সন্ধিচুক্তির কারণে নিজেদের নিরাপদ মনে করছিল এবং তারা (নিরাপত্তার বিষয়ে) উদাসীন ছিল। কুরাইশ, বনু বকর এবং বনু নাফাসা ওয়াতীর নামক স্থানে সমবেত হবার অঙ্গীকার করে। এটি মক্কার নিম্নাঞ্চল ছিল, যা মক্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্কা থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরত্বে হেরেমের সীমান্তে অবস্থি ত। সেখানেই বনু খুযাআর বসতি বা বাড়িঘর ছিল। এরা অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে মিলিত হয়।

কুরাইশের নেতৃবৃন্দ ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল এবং মুখোশ পরিধান করেছিল। তাদের মাঝে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা, ইকরামা বিন আবু জাহল, হুয়াইতাব বিন আব্দুল উয্যা, শেয়বা বিন উসমান এবং মিকরায বিন হাফ্স ছিল; তাদের সাথে তাদের ক্রীতদাসরাও ছিল। আর বনু বকরের নেতা নওফেল বিন মুয়াবিয়াও সাথে ছিল। বনু খুযাআ উদাসীন অবস্থায় নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাচ্ছিল। তাদের মাঝে বেশিরভাগ নারী, শিশু ও দুর্বল মানুষ ছিল। কুরাইশ ও বনু নাফাসা (গোত্র) তাদের ওপর আক্রমণ করে মানুষজনকে হত্যা করতে আরম্ভ করে। এমনকি তাদের মাঝে কিছু মানুষ পালিয়ে হেরেমের সীমারেখার মধ্যে চলে যায়। বনু খুযাআ (গোত্র) বনু বকরের নেতা নওফেল বিন মুয়াবিয়াকে বলে, হে নওফেল! এখন আমরা হেরেমের এলাকায় ঢুকে পড়েছি। তোমাদেরকে তোমাদের উপাস্যের কসম দিচ্ছি। তখন নওফেল চরম ঔদ্ধত্যের সাথে বলে, আজ কোনো খোদা বা উপাস্য নেই! আর (একথা বলে) তারা হেরেমের এলাকাতেও হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। সেদিন বনু বকর বনু খুযাআ গোত্রের বিশজনকে হত্যা করেছিল। যাহোক, পরবতীতে কুরাইশ তাদের এই অপকর্মে লজ্জিতও হয় এবং চিন্তিত হয়। কেননা তারা জানতো, তাদের এই অপকর্মের কারণে সেই সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে, যা তাদের ও মহানবী (সা.)-এর মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল। সুহাইল বিন আমর, নওফেলকে বলে, আমরা তোমাদের সাথে এবং তোমাদের সাথিদের সাথে মিলে যেসব মানুষকে হত্যা করেছি, তাদেরকে তুমি ভালোভাবে চেনো। তুমি তাদেরকে নির্বি চারে হত্যা করেছ আর অবশিষ্ট লোকদেরও হত্যা করতে চাচ্ছো। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা তোমার সাথে নেই। তাদেরকে ছেড়ে দাও। অতঃপর নওফেল তাদেরকে ছেড়ে দেয় এবং তারা চলে যায়। হারেস বিন হিশাম এবং আবদুল্লাহ্ বিন আবী রবীআ উভয়ে একত্রে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা, সুহাইল বিন আমর এবং ইকরামা বিন আবী জাহলের কাছে যায় এবং বনু খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে বনু বকরকে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে চরম ভর্ৎসনা করে যে, তোমরা এ কী করলে! তোমাদের (মাঝে) তো চুক্তি ছিল। আরো বলে, তোমরা যে কাজ করেছ তা আমাদের ও মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যকার চুক্তি ভঙ্গ করার শামিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০০-২০১) (মুজামুল মাআলিম আল জিগ্রাফিয়া ফিসসীরাতুন নববীয়াহ, পৃ: ৩৩১) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ৯৮) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০২) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৩) (গাযওয়াতুন নবী, প্রণেতা-মহম্মদ আব্দুল আহাদ, পৃ: ৪৩০) (গাযওয়াত ওয়াস সারিয়্যা, প্রণেতা মহম্মদ আজহার ফরিদ, পৃ: ৪৪৬)

হারেস বিন হিশাম, আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলে, (আমাদের) গোত্র এ কী অপকর্ম করে বসেছে! আবু সুফিয়ান একথা শুনে বলে, এটি এমন এক ঘটনা যাতে আমি সম্পৃক্ত নই, তবে এ সম্পর্কে অনবগতও নই। খুবই জঘন্য কাজ হয়েছে। খোদার কসম! মুহাম্মদ (সা.) এখন অবশ্যই আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আবু সুফিয়ান আরো বলে, আমাকে আমার স্ত্রী হিন্দ তার একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্নের কথা বলেছে। সে দেখেছে, 'হাজূন' পর্বত যা বাইতুল্লাহ্ থেকে দেড় মাইল দূরত্বে মোহাস্সাব উপত্যকার নিকটে অবস্থিত, সেদিক থেকে রক্তের একটি নদী প্রবাহিত হয়ে তা খান্দামা অবধি পৌঁছে গেছে; [খান্দামা, মিনা যাওয়ার পথে মক্কার একটি বিখ্যাত পর্বত;] আর লোকেরা সেটি অপছন্দ করছে।

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৩) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০০,১১৬)

অর্থাৎ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে দেখে মানুষ খুবই ভয় পেয়ে যায়। যাহোক, বনু খুযাআর ওপর আক্রমণের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কেও কাশফে অবহিত করেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা বিনতে হারেস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তার কাছে রাত্রি যাপন করেন। তিনি (সা.) নামাযের জন্য ওযু করতে ওঠেন। তিনি ওযু র স্থানে ছিলেন, এরই মধ্যে আমি শুনি, তিনি (সা.) তিন বার 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' বলেন। অর্থাৎ, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত। এরপর তিনবার বলেন, 'নুসিরতা' 'নুসিরতা' 'নুসিরতা' অর্থাৎ তোমাদের সাহায্য করা হয়েছে, তোমাদের সাহায্য করা হয়েছে, তোমাদের সাহায্য করা হয়েছে। তিনি (সা.) ওযু শেষ করে যখন (ঘরে) আসেন তখন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি শুনলাম, আপনি তিনবার 'লাব্বাইক' ও তিনবার 'নুসিরতা' বলেছেন। আপনার কাছে কি কেউ এসেছিল যার সাথে আপনি কথা বলছিলেন? তিনি (সা.) বলেন, বনু খুযাআ গোত্রের শাখা বনু কা'বের এক ব্যক্তি বনু বকরের বিরুদ্ধে রণসঙ্গীত গেয়ে আমাকে সাহায্যের জন্য ডাকছিল। [এটি কাশফ বা দিব্যদর্শ ন ছিল।] সে বলছিল, কুরাইশ তাদের বিরুদ্ধে বনু বকর বিন ওয়াইলকে সাহায্য করেছে। হযরত মায়মুনা (রা.) বর্ণনা করেন, তিন দিন পর মহানবী (সা.) লোকজনকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ান, তখন কাউকে আমি এই পঙ্ক্তি পাঠ করতে শুনি,

يَارَبِّ اِنِّيْ نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ اَبِيْنَا وَاَبِيْهِ الْاَتْلَدَا

হে আমার প্রভু -প্র তিপালক! আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা আমাদের পূর্বপুরুষ এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে রাতে বনু নাফাসা ও বনু খুযাআর ঘটনা ওয়াতীর নামক স্থানে ঘটেছিল, তার পরদিন সকালে তিনি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, হে আয়েশা! খুযাআর মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটেছে। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কুরাইশ কি সেই চুক্তি ভঙ্গ করার সাহস করবে যা আপনার ও তাদের মধ্যে রয়েছে, যেখানে লড়াই বা যুদ্ধ তাদেরকে পূর্বেই সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে?

তিনি (সা.) বলেন, তারা এই চুক্তি সেই কাজের জন্য ভঙ্গ করেছে যার ইচ্ছা আ ল্লাহ্ তা'লা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এতে কি কল্যাণ আছে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, এতে কল্যাণ আছে। অর্থাৎ এটা আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল যে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং পরবতীতে তারা এর শাস্তি পাবে।

(শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮০-৩৮১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০১-২০২)

যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন,হযরত মাইমুনা (রা.) বলেন, এক রাতে আমার পালার দিনে মহানবী (সা.) আমার ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। যখন তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন, তখন তিনি ওযু করতে করতে কথা বলছিলেন এবং আমি আওয়াজ শুনতে পাই যে, তিনি বলছেন, 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক'। এরপর তিনি বলেন, 'নুসিরতা' 'নুসিরতা' 'নুসিরতা'। তিনি বলেন, যখন তিনি বাইরে আসেন তখন আমি বলি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কোনো লোক এসেছিল কি যার সাথে আপনি কথা বলছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার সামনে দিব্যদর্শনে খুযাআর একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছিল এবং তারা চিৎকার করে বলছিল, আমরা মুহাম্মদকে তার খোদার কসম দিয়ে বলছি, তোমার সাথে এবং তোমার বাপ-দাদাদের সাথে আমাদের চুক্তি ছিল এবং আমরা তোমার সাহায্য করে এসেছি, কিন্তু কুরাইশ আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং রাতের বেলা আমাদের ওপর হামলা করেছে, যখন আমাদের মধ্যে কেউ সিজদায় ছিল আর কেউ রুকুতে, আর তারা আমাদের হত্যা করেছে। এখন আমরা তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি। মোটকথা, আমি দেখলাম, অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেন যে, আমি দেখলাম খুযাআর একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। যখন কাশফীভাবে সেই লোককে আমি দেখতে পাই তখন আমি বলি, 'লাব্বাইক, লাব্বাইক, লাব্বাইক'। অর্থাৎ আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, একথা তিনবার বলি। এরপর আমি বলি, 'নুসিরতা', 'নুসিরতা', 'নুসিরতা'। অর্থাৎ তোমাদের সাহায্য করা হবে, এটিও তিনবার বলি। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই দিনই সকালবেলা মহানবী (সা.) আমার ঘরে আগমন করেন এবং তিনি বলেন, খুযাআর সাথে একটি বিপজ্জনক ঘটনা ঘটেছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, খুযাআর সাথে বিপজ্জনক ঘটনা এটাই হতে পারে যে, তারা মক্কার সীমান্তে রয়েছে এবং মক্কাবাসীরা, যাদের বনু বকরের সাথে চুক্তি আছে, তারা খুযাআর ওপর হামলা করেছে। আমি বলি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এটা কি সম্ভ ব যে, এত কসমের পর কুরাইশ চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং তারা খুযাআর ওপর আক্রমণ করবে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লার হিকমতের অধীনে তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং সেই হিকমত এটাই ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর জন্য (মক্কা) আক্রমণ করার অনুমতি ছিল না; আর চুক্তিভঙ্গ হওয়ার কারণে অনুমতি হয়ে গেল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এর ফলাফল কি ভালো হবে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, ফলাফল ভালোই হবে।

(সাইরে রুহানী, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৫১-২৫২)

এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, বনু বকর ও কুরাইশের এই নির্যাতনমূলক কার্য কলাপের পর আমর বিন সালেম বনু খুযাআর চল্লিশজন অশ্বারোহীর সাথে আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছে সাহায্য চাইতে বের হয়। খুযাআ গোত্রের প্রধান বুদাইল বিন ওয়ারাকা খুযাঈ-ও এই দলের সাথে ছিল। তারা তাঁকে (সা.) বিস্তারিত জানায়, তাদের কী বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কুরাইশ কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র, জনবল ও ঘোড়া

মহান আল্লাহর বাণী

এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (আল-বাকারা: ২০৮)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

দিয়ে বনু বকরকে সাহায্য করেছে এবং কীভাবে সাফওয়ান, ইকরামা ও কুরাইশের অন্যান্য নেতা এই গণহত্যায় অংশ নিয়েছে। সেই সময় তিনি (সা.) সাহাবীদের সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। যখন তারা তাদের কথা শেষ করল, তখন খুযাআর সর্দার আমর বিন সালেম দাঁড়িয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পড়ে সাহায্য চায়, যার মধ্যে একটি পঙ্‌ক্তি ছিল:

يَارَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا

অর্থাৎ, হে আমার প্রভু -প্রতিপালক! আমি মুহাম্মদকে সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা আমাদের পিতৃপুরুষ এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের মধ্যে হয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, হে আমর বিন সালেম! তোমাকে সাহায্য করা হবে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০২-২০৩) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৩) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৫৬)

হযরত আবদু ল্লাহ্ বিন উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যখন বনু খুযাআর কাফেলা তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মতে এই অত্যাচার কে করেছে? তারা বলল, বনু বকর। তিনি বলেন, পুরো বনু বকর? তারা বলল, না, বনু নাফাসা, যাদের সর্দার নওফেল বিন মু য়াবিয়া। তিনি (সা.) বলেন, এটা বনু বকরেরই একটি গোত্র। সুতরাং বনু খুযাআ যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে সব বিষয় জানিয়ে দেয়, তখন তিনি বলেন, পৃথক পৃথক হয়ে ফিরে যাও। অর্থাৎ এখন যেহেতু তোমরা ফিরে যাবে, তোমরা কাফেলার আকারে একসাথে যেও না, বরং আলাদা আলাদা হয়ে যাও। তিনি একথা এজন্য বলেন যেন কেউ জানতে না পারে যে, তারা তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করে আসছে। তিনি এই বিষয়টিকে গোপন রাখেন। সুতরাং বনু খুযাআ আলাদা আলাদা হয়ে ফিরে যায়। তাদের মধ্যে কিছু লোক পথিমধ্যে সমুদ্র উপকূলের দিকে চলে যায় এবং বুদাইল বিন ওয়ারাকাসহ কিছু লোক সাধারণ পথ দিয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বনু কা'ব অর্থাৎ খুযাআর ঘটনাটির কারণে খুবই রাগান্বিত হন। আমি তাঁকে (সা.) এত প্রচন্ড রাগে কখনো দেখি নি।

হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাঁর কাছে খুযাআর ঘটনার খবর এলে তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তাদের সেই সব কিছু থেকে রক্ষা করব যা থেকে আমি আমার পরিবার ও ঘরের লোকদের রক্ষা করি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০৩-২০৪) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৪)

এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন:অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মহানবী (সা.) সেই শেষ যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন যা আরবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এই ঘটনা এভাবে ঘটে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে যারা চায় তারা মক্কাবাসীদের সাথে যোগ দেবে এবং যারা চায় তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যোগ দেবে। আর এই সিদ্ধান্তও হয় যে, দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষের একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি থাকবে না; ব্যতিক্রম হলো, একে অপরের ওপর আক্রমণ করে যদি চুক্তি ভঙ্গ করে দেয়। এই চুক্তির অধীনে আরবের বনু বকর গোত্র মক্কাবাসীদের সাথে যোগ দেয় এবং খুযাআ গোত্র মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগ দেয়। কাফির আরবরা চুক্তির বাধ্যবাধকতার প্রতি অতি সামান্যই খেয়াল রাখত, বিশেষত মুসলমানদের বিপরীতে। সুতরাং বনু বকরের যেহেতু খুযাআ গোত্রের সাথে পুরাতন বিরোধ ছিল, হুদাইবিয়ার সন্ধির কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা মক্কাবাসীদের সাথে পরামর্শ করে যে, খুযাআ তো চুক্তির কারণে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে আছে, তাদের ওপর আমাদের প্রতিশোধ নেওয়ার এখনই সুযোগ। সুতরাং মক্কার কুরাইশ ও বনু বকর মিলে রাতের বেলা বনু খুযাআর ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের অনেক লোককে হত্যা করে। খুযাআ যখন জানতে পারল, কুরাইশ গোত্র বনু বকরের সাথে মিলে এই আক্রমণ করেছে, তখন তারা এই চুক্তিভঙ্গের সংবাদ দেওয়ার জন্য চল্লিশজন লোককে দ্রুতগামী উটে করে তৎক্ষণাৎ মদীনায় পাঠায় এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে দাবি করে, পারস্পরিক চুক্তি অনুসারে এখন আপনার কর্ত ব্য হলো আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং মক্কার ওপর আক্রমণ করা। এই দলটি যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছায়, তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের দুঃখ আমার দুঃখ। আমি আমার চুক্তির ওপর অটল আছি। তিনি (সা.) আরো বলেন, এই যে মেঘ সামনে বর্ষিত হচ্ছে, [তখন বৃষ্টি হচ্ছিল,] যেভাবে এথেকে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, তেমনই ইসলামী সৈন্যদল দ্রুত তোমাদের সাহায্যার্থে এসে পৌঁছাবে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩৬-৩৩৭)

এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত যামরা (রা.)-কে কুরাইশের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে যে-কোনো একটি তাদের গ্রহণ করতে বলেন- হয় বনু খুযাআ গোত্রের নিহতদের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, নতুবা বনু নাফাসার সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেবে, কিংবা হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল করবে।

এই তিনটি প্রস্তাব ছিল। হযরত যামরা (রা.) মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবে তাদের কাছে যান। তিনি (রা.) মসজিদে হারামের দরজার সামনে নিজের উট বসিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। কুরাইশ সদস্যরা তখন নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করছিল। হযরত যামরা (রা.) তাদের বলেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর দূত। অতঃপর তাদের নিকট মহানবী (সা.)-এর সংবাদ পৌঁছান। কারদাহ্ বিন আবদে আমর বলে, যদি আমরা বনু খুযাআর নিহতদের ক্ষতিপূরণ দিই তাহলে আমাদের কাছে খাদ্যসামগ্রী ও গবাদিপশু কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা এত মানুষের ক্ষতিপূরণ দেওয়া অনেক অর্থের ব্যাপার। বনু নাফাসার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টি হলো, আরবের এমন কোনো গোত্র নেই যারা তাদের মতো কাবা শরীফের সম্মান করে। তারা আমাদের মিত্র। আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেবো না। আমরা আলাদা হবো না যতক্ষণ আমাদের কিছু অবশিষ্ট আছে। হ্যাঁ, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে লড়াই করব। তারপর সে বলল, আমরা লড়াই করব, এজন্য আমরা চুক্তিই বাতিল করে দিচ্ছি; অর্থাৎ হুদাইবিয়ার চুক্তি। হযরত যামরা (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে এসে কুরাইশের সমস্ত বিষয় অবহিত করেন। যাহোক, পরবর্তীতে কুরাইশ তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় আর তারা আবু সুফিয়ানকে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠায়।

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০৪-২০৫) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ১১১)

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে আবু সুফিয়ানের আগমনের বিষয়ে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আবু সুফিয়ান চুক্তি নবায়নের জন্য আসে; [তিনি (সা.) লোকজনকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।]

এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, মহানবী (সা.) মদীনায় আবু সুফিয়ানের আগমনের পূর্বেই সাহাবীদেরকে বলেন, আবু সুফিয়ান তোমাদের কাছে আসছে। সে বলবে, চুক্তি নবায়ন করো এবং চুক্তির সময়সীমা বাড়িয়ে দাও। কিন্তু সে অসন্তুষ্টি নিয়েই ফিরে যাবে, তার কোনো কথাই গ্রহণ করা হবে না।

একটি বর্ণনায় আছে, হযরত হারেস বিন হিশাম এবং আব্দুল্লাহ্ বিন আবী রুবাইয়া আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে তাকে বলে, এ বিষয়ে শান্তি চুক্তি করা অপরিহার্য। যদি এই বিষয়ের সমাধান না হয় তাহলে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হবেন। ফলে আবু সুফিয়ান এবং তার দাস দুটি উটে করে রওনা হয়। তারা দ্রুত মদীনায় গিয়ে পৌঁছায়। সে প্রথমে তার কন্যা উম্মে হাবীবা (রা.)-র কাছে যায়, যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী ছিলেন। আবু সুফিয়ান,মহানবী (সা.)-এর বিছানায় বসতে চেয়েছিল, কিন্তু হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বিছানা গুটিয়ে নেন। আবু সুফিয়ান তখন বলে, হে আমার কন্যা! এ বিছানাটি কি আমার যোগ্য নয়, নাকি আমি এর উপযুক্ত নই? উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন, এটি মহানবী (সা.)-এর বিছানা। আপনি একজন মুশরিক এবং অপবিত্র ব্যক্তি। আপনার মহানবী (সা.) বিছানায় বসাটা আমি পছন্দ করি না। আবু সুফিয়ান বলেন, হে আমার কন্যা! আমার পরে তোমার মাঝে এক ধরনের অমঙ্গল প্রবেশ করেছে। উম্মে হাবীবা (রা.) উত্তরে বলেন, না, বরং আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন। আর হে আমার পিতা! আপনি কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং কুরাইশের নেতা। ইসলাম গ্রহণে আপনার জন্য কোন বিষয় বিলম্বের কারণ হতে পারে? [তিনি তাকে তবলীগ করেন।] আপনি (সেই) মূর্তির পূজারী যে শুনতে পায় না এবং দেখতেও পায় না। আবু সুফিয়ান সেখান থেকে উঠে পড়ে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে চলে যায়। তিনি (সা.) সে সময়ে মসজিদে ছিলেন। সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। আপনি সেই সন্ধির

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

নবায়ন করুন এবং আমাদের জন্য এরসময়সীমা বাড়িয়ে দিন। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু সু ফিয়ান! তুমি কি কেবল এ কারণেই এসেছ? সে বলে, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, (এ সন্ধির বিষয়ে) তোমাদের পক্ষ হতে কি কিছু হয়েছে? সে বলে, আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই! আমরা এ সন্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। [সে মিথ্যা কথা বলে।] সে বলে, আমরাএর মধ্যে কোনো পরিবর্তন করি নি। তিনি (সা.) বলেন, আমরাও আমাদের সন্ধি ও অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, আমরাও এর মধ্যে কোনো পরিবর্ত ন করি নি। [আমাদের সন্ধি হয়েছিল, তা বহাল আছে; আমরাও কোনো ধরনের পরিবর্তন করি নি।] আবু সুফিয়ান নিজের কথা পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, কিন্তু তিনি (সা.) কোনো উত্তর দেন নি। সে হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে যায় এবং বলে, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে কথা বলো আর লোকদের মাঝে নিজের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের ঘোষণা দাও, (অর্থাৎ মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করবে না)। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার নিজের নিরাপত্তাও মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা প্রদানের ওপর নির্ভর করে। আবু সুফিয়ান এরপর হযরত উমর (রা.)-র কাছে যায় এবং তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-র সাথে বাক্যালাপের ন্যায় আলাপচারিতা করে। এরপর সে হযরত উসমান (রা.)-র কাছে যায় এবং তাঁকে বলে, লোকদের মাঝে তুমিই সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ককে অটুট রাখো। সন্ধির মেয়াদকাল বাড়িয়ে দাও এবং চুক্তির নবায়ন করো। তোমার সাথিরা তোমার কথা ফেলে দেবে না। তিনি (রা.) বলেন, আমার নিজের নিরাপত্তা, মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা প্রদানের ওপর নির্ভর করে। এখানে ব্যর্থ হয়ে সে হযরত আলী (রা.)-র কাছে যায় এবং বলে, হে আলী! তুমি আমার সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। আমি এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি, খালি হাতে ফিরে যেতে চাই না। মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আমার সম্পর্কে সুপারিশ করো। তিনি (রা.) বলেন, আবু সুফিয়ান, তুমি ধ্বংস হও! হযরত আলী (রা.) উত্তর দেন, তোমার জন্য ধ্বংস। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন কোনো কিছুর সংকল্প করেন তখন সে বিষয়ে কোনো কিছু বলার আমাদের কারো সাধ্য নেই। (এ বিষয়ে কিছু বলার) কারো কোনো ক্ষমতা নেই। সে হযরত আলী (রা.)-কে বলে, হে আলী! বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে, আমাকে কোনো পরামর্শ দাও। হযরত আলী (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমার জানা এমন কোনোদিক নেই যা তোমাকে কল্যাণ দিতে পারে। তবে তুমি তো বনু কিনানার সর্দার। তুমি যাও এবং লোকদের মাঝে নিরাপত্তার ঘোষণা দাও, (অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করা হবে না) এবং নিজ শহরে ফিরে যাও। আবু সুফিয়ান মসজিদে নববীতে যায় এবং বলে, হে লোকসকল! আমি জনতার মাঝে তোমাদের নিরাপত্তা বিধানের ঘোষণা দিয়ে এসেছি। আমি আশা রাখি, তোমরা আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গিয়ে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি লোকদের মাঝে নিরাপত্তা বিধানের ঘোষণা দিয়ে এসেছি। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু হানযালা! এই ঘোষণা কেবল তোমার পক্ষ থেকে করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা এ বিষয়ে কিছুই বলি নি, এটা তোমার একতরফা ঘোষণা। এরপর সে নিজ উটে চড়ে চলে যায়।

(সুবুলুল হুদা , ৫ম খণ্ড, পৃ ; ২০৫-২০৭)

এক বর্ণনা অনুযায়ী, সে হযরত ফাতেমা (রা.)-র সাথেও আলাপ করে এবং বলে, তিনি যেন সু পারিশ করেন। কিন্তু তিনিও অপারগতার কথা বলেন।

[মুন্তাখিব সীরাত মুস্তাফা (সা.), প্রণেতা- প্রফেসর ডক্টর আব্দুল আযিয বিন ইব্রাহিম আল আমরি, পৃ: ৩৯২]

আর এভাবে কোনো নতুন অঙ্গীকার ও সন্ধি অথবা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টায় অসফল ও অকৃতকার্য হয়ে সে (মক্কায়) ফিরে আসে। আবু সুফিয়ান যখন তার জাতির কাছে ফিরে আসে, তখন সে তাদের কাছে সব কথা খুলে বলে। তারা (এমন কাজের জন্য) আবু সুফিয়ানকে ভৎর্সনা করে।তারা বলে, তুমি আমাদের জন্য কল্যাণের কোনো কিছুই নিয়ে আসো নি।[খাতামান্নবী (সা.) ৩য় খণ্ড,পৃ: ১১৯০, প্রণেতা- আবু যুহরা]

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ বিষয়টিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) লেখেন, মক্কাবাসীরা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠায় যেন সে মুসলমানদেরকে কোনোভাবে আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে। আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে যে, যেহেতু হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই নতুনভাবে সন্ধি করা হোক। কিন্তু মহানবী (সা.) তার এ কথার কোনো উত্তর প্রদান করেন নি, কেননা উত্তর প্রদান করলে গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যেতো। আবু সুফিয়ান হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় শঙ্কিত হয়ে মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেয়, হে লোকেরা! আমি মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নতুনরূপে শান্তির ঘোষণা প্রদান করছি। এ কথা শুনে মুসলমানগণ তার মূর্খতায় হেসে ওঠে এবং মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু সুফিয়ান! এ কথা তুমি তোমার নিজের পক্ষ থেকে বলছ, আমরা তোমার সাথে এমন কোনো চুক্তি করি নি।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩৭)

আমাদের রিসার্চ সেলের সদস্যগণ এ সম্পর্কে একটি নোট লিখেছে; তাদের মতে, আবু সুফিয়ানের এই মন্তব্য- 'আমি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'- এটি সংশয়পূর্ণ বিষয়; কিংবা হয়তো কেউ কেউ এই কথা বলেছেন, যেজন্য তারা এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কিন্তু যারা ঐতিহাসিক বিষয়াদির গভীরে যেতে চায় তারা হয়তো এ প্রশ্ন উত্থাপন করবে- 'আমি উপস্থিত ছিলাম না'- এই কথা বলাটা সংশয়পূর্ণ বিষয়। কেননা ইতিহাস ও জীবনীমূলক কতিপয় গ্রন্থে এ বিষয়ে অর্থাৎ মদীনায় আগমনের পর আবু সুফিয়ানের এ কথা বলা যে, 'আমি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'- অধিকাংশ গ্রন্থে কিন্তু এর উল্লেখ নেই। কিছু কিছু জীবনী গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, সে এটি বলেছে, 'আমি উপস্থিত ছিলাম না'; কিন্তু অধিকাংশ বইয়ে এ বিষয়ের উল্লেখ নেই। আর অধিকাংশ ইতিহাসবিদই আবু সুফিয়ানের এ কথা উল্লেখ করেন নি।

তৃতীয় বিষয় হলো, আবু সুফিয়ান কি প্রকৃতপক্ষেই হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল না? ওয়াকদির কিতাবুল মাগাযী, সীরাতে হালবিয়া ও আরো কতিপয় পুস্তকে এটি বর্ণিত হয়েছে, সে সে সময় উপস্থিত ছিল না। কিন্তু ইতিহাস ও জীবনীমূলক অধিকাংশ গ্রন্থে এটি উল্লিখিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত উসমান (রা.)-কে মক্কা প্রেরণ করেছিলেন যেন তিনি আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ সর্দারদের গিয়ে (এ কথা) বলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসি নি। এ থেকে এটি অনুধাবন করা যায়, আবু সুফিয়ান সেসময় উপস্থিত ছিল। অবশ্য এই বিষয়টি বিবেচনা করার মতো যে, সে নিজে কুরাইশের নেতা হওয়া সত্ত্বেও হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় নিজে মহানবী (সা.)-এর নিকট আলোচনা করতে আসে নি বা সন্ধি করার জন্যও নিজে আসে নি, কিংবা এ সন্ধিতে তার স্বাক্ষর বা সাক্ষ্যও লিপিবদ্ধ নেই। হতে পারে, এ কারণে মদীনায় গিয়ে সে বলেছিল যে,'আমি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'। তার এই কথার অর্থ এটি হতে পারে যে,'সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না', অথবা 'আমি আসলেই সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলাম না'। আর হতে পারে, এ কথাটিই সে মদীনাতে এসে বলেছিল বা পুনরাবৃত্তি করেছিল যে,'সন্ধিচুক্তিতে তো আমার স্বাক্ষর নেই!'

যাইহোক, যেমনটি আমি বলেছি, এটি রিসার্চ সেলের সদস্যগণের ধারণা। কিন্তু তারা যে ধারণার কথা সবিস্তারে তুলে ধরেছেন, তারা নিজেরাই আবার 'আমি সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'- এই বক্তব্যের খণ্ডনও করছেন। তারা লিখছেন, কেননা সন্ধিতে সর্দার হিসেবে তার স্বাক্ষর নেই। তাই সে অর্থাৎ আবু সুফিয়ান এ বিষয়টিকেই হয়তো বা তার পক্ষে যুক্তিস্বরূপ দাঁড় করিয়েছে। এজন্য কোনো সন্দেহে আপতিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, সে মদীনা এসে এটি বলেছে, 'আমি সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'। সে যে এটি বলেছিল, তা সে সত্য কথাই বলেছিল। হ্যাঁ, অংশগ্রহণ করা ও উপস্থিত থাকার শব্দাবলির বর্ণনায় বর্ণনাকারীর ভুল হতে পারে, কিন্তু ঘটনাবলি এ কথাটিকে অধিক সঠিক বলে সাব্যস্ত করে যে, সে সন্ধিতে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েছিল। এ কথাটিই প্রতীয়মান হয়। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ কথাই লিখেছেন, সে এ কথা বলেছে; এবং তিনি (রা.) সেটি (সঠিক বলে) মেনেছেন আর এটিই সঠিক বলে মনে হয় যে, সে সন্ধিতে অংশগ্রহণ করে নি। এ থেকে আমরা এটাই বুঝি যে, এর অর্থ হলো, সন্ধিচুক্তির সময় সে উপস্থিত ছিল না। যাহোক, এটি তো একটি ঐতিহাসিক বিষয় ছিল যা আমি বর্ণনা করে দিয়েছি। এজন্য এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আর কোনো প্রশ্ন ওঠারও সুযোগ নেই; এটি সুস্পষ্ট

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

যাইহোক, এ যুদ্ধে যাওয়া সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) গোপনীয়তার সাথে সফরের প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করেন। মহানবী (সা.) লোকদেরকে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন, কিন্তু কোথায় যেতে হবে তা বলেন নি। একইভাবে মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, যাত্রার জন্য আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে দাও। এটি বলে তিনি (সা.) ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজের কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে যান। সে সময় হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কি কোনো যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প করেছেন? হযরত আয়েশা (রা.) নীরব থাকেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) বলতে লাগলেন, হয়তোবা রোমানদের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, অথবা নাজদবাসীদের প্রতি যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, কিংবা হয়তো কুরাইশের দিকে যাত্রার সংকল্প করেছেন; কিন্তু তাদের সাথে তো চুক্তির মেয়াদ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর প্রত্যেক প্রশ্নে নীরব থাকেন এবং কোনো উত্তর দেন নি। এরই মাঝে মহানবী (সা.) ফেরত আসেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোথাও যাত্রা করার সংকল্প রয়েছে কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি বনু আসফার অর্থাৎ রোমানদের দিকে যাত্রা করার সংকল্প রয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, না। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করলেন, তবে কি নাজদবাসীদের অভিমুখে যাত্রা করার সংকল্প রয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, না। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে হয়তো আপনার ইচ্ছা কুরাইশের দিকে যাত্রা করার? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আপনার ও তাদের মাঝে কি চুক্তি নেই? [অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধি।] তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি জানো না, তারা বনু কা'ব অর্থাৎ খুযাআ গোত্রের সাথে কী করেছে?

[মাগাযি সৈয়্যদানা মহম্মদ (সা.), প্রণেতা-মুসা বিন আকবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৯-১২১]

এই ঘটনার আরো বিশদ বিবরণে সীরাতে হালবিয়াতে লেখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি যাত্রা করার সংকল্প করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে আমিও প্রস্তুতি গ্রহণ করি? তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কোথায় যাওয়ার সংকল্প করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশের বিরুদ্ধে; কিন্তু একইসাথে এটাও বলে দেন, আবু বকর! এই বিষয়টিকে এখন গোপন রেখো।

মোটকথা, মহানবী (সা.) লোকদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন, কিন্তু তিনি (সা.) লোকদেরকে তাঁর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অনবহিত রাখেন। এরপর মহানবী(সা.) গ্রামের ও আশেপাশের মুসলমানদেরকে বার্তা পাঠান এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা ও বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন রমযান মাসে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়। মহানবী (সা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী আরব গোত্রগুলো মদীনায় আসতে আরম্ভ করে। যেসব গোত্র মদীনাতে পৌঁছায় তাদের মাঝে বনু আসলাম, বনু গিফার, বনু মুযায়না, বনু আশজাআ এবং বনু জুহায়না অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৭-১০৮)

একটি রেওয়ায়েত মতে, মহানবী (সা.) প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডেকে পরামর্শ করেন, অতঃপর হযরত উমর (রা.)-কে ডেকে পরামর্শ করেন এবং এরপর সব মুসলমানদের যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০৮)

এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে লিখেছেন, মহানবী(সা.) নিজের একজন সহধর্মিণীকে বলেন, যাত্রার জন্য আমার সামগ্রী প্রস্তুত করতে শুরু করো। তিনি (রা.) যাত্রার সামগ্রী প্রস্তুত করতে শুরু করেন। তিনি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, আমার জন্য ছাতু প্রভৃতি অথবা শস্য ভেজে প্রস্তুত করো। এই ধরনের খাদ্য সামগ্রীই সে যুগে প্রচলিত ছিল। তিনি (রা.) শস্য থেকে মাটি ইত্যাদি বেছে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেন, শস্য পরিষ্কার করা শুরু করেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিজের কন্যার নিকট তার গৃহে আসলেন এবং তিনি এই প্রস্তুতি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! কী হচ্ছে? রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি কোনো যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন? তিনি বলেন, যাত্রার প্রস্তুতিই তো মনে হচ্ছে। তিনি (সা.) যাত্রার প্রস্তুতির কথাই বলেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কোনো যুদ্ধের পরিকল্পনা আছে কি? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, আমি কিছুই জানি না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার সফরের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করো, আর আমরা তা-ই করছি। [হযরত আয়েশা (রা.) এই উত্তর দেন যে, আমরা তো সফরের জিনিসপত্র প্রস্তুত করছি। কোথায় যাবেন, কেন যাবেন- (এসব) আমরা কিছুই জানি না।] দুই-তিন দিন পর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন

এবং বলেন, দেখো! তোমরা জানো, খুযাআ গোত্রের লোকেরা এসেছিল আর তারা বলেছে, এমন

ঘটনা ঘটেছে। খোদা তা'লা আমাকে এই ঘটনা সম্পর্কে পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। এখন আমরা যদি ভয় পাই আর মক্কাবাসীদের বীরত্ব ও শক্তিমত্তা দেখে তাদেরকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত না হই, তাহলে এটি ঈমানের পরিপন্থী কাজ হবে। যাহোক, আমাদের সেখানে যেতে হবে। তোমাদের মতামত কী? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছেন, এছাড়া তারা তো আপনার নিজের জাতি। এর অর্থ ছিল, আপনি কি আপনার জাতিকে হত্যা করবেন? মহানবী (সা.) বলেন, আমরা স্বজাতিকে হত্যা করব না, বরং চুক্তি ভঙ্গকারীদের হত্যা করব। এরপর হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন; হযরত উমরের (রা.) তো নিজস্ব ভঙ্গি ছিল; তিনি বলেন, বিসমিল্লাহ্! আমি তো প্রতি দিন দোয়া করতাম যেন এই দিন ভাগ্যে জোটে আর আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুরক্ষায় কাফিরদের সাথে লড়াই করতে পারি। মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর অত্যন্ত কোমল স্বভাবের, তবে ন্যায়সংগত কথা উমরের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। উমরই সঠিক কথা বলেছে। তিনি (সা.) বলেন, প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এরপর তিনি (সা.) আশপাশের গোত্রগুলোকে বার্তা প্রেরণ করেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন রমযানের প্রারম্ভিক দিনগুলোতে মদীনায় এসে একত্রিত হয়।

(সূত্র: সাইরে রূহানী, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৬০-২৬১)

মহানবী (সা.) এই সফরকে গোপন রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৌশলও অবলম্বন করেন। যেমন, তিনি (সা.) যাত্রার পূর্বে হযরত আবু কাতাদা বিন রবী' (রা.)-র নেতৃত্বে আট ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল মক্কার বিপরীত দিকে 'ইযম' উপত্যকা অভিমুখে প্রেরণ করেন, যেন গুপ্তচররা ধারণা করে যে, তিনি (সা.) ঐদিকে যাওয়ার সংকল্প করছেন এবং সংবাদ ছড়িয়ে না পড়ে। 'ইযম' মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরত্বে পূর্ব দিকে অবস্থিত নাজদের একটি উপত্যকা।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১১১) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৪৫)

এছাড়াও মহানবী (সা.) মদীনার চতুর্দিকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যাদের দায়িত্ব ছিল, কোনো অপরিচিত ব্যক্তি মক্কা অভিমুখে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া। আর এসব কাজের তদারকির জন্য হযরত উমর (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়, তিনি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে টহল দিতে থাকেন। এসব কৌশল অবলম্বন করার পর মহানবী (সা.) আপন খোদার সমীপে দোয়ার জন্য হাত তোলেন এবং নিবেদন করেন,

اَللّٰهُمَّ خُذْ عَلٰى أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ فَلَا يَرَوْنَا إِلَّا بَغْتَةً، وَلَا يَسْمَعُوْنَ بِنَا إِلَّا فَجْأَةً

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা খুয্ আলা আসমাইহিম ওয়া আবসারিহিম ওয়ালা ইয়ারাওনা ইল্লা বাগতাতান ওয়ালা ইয়াসমাউনা বিনা ইল্লা ফাজাআহ।) অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! কুরাইশের কান ও চোখ তুমি ছিনিয়ে নাও, (অর্থাৎ তাদের গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের থামিয়ে দাও), তারা যেন আমাদের দেখতে না পায়, যতক্ষণ না আমরা অকস্মাৎ তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। আর তারা যেন আমাদের সম্পর্কে কোনো খবর না পায়, যতক্ষণ না অকস্মাৎ আমাদের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

(সীরাতুন নবী (সা.), প্রণেতা-ডক্টর সালাবি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৪-৩৮৫) (দায়েরায়ে মারেফ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৭২)

মহানবী (সা.)-এর আরেকটি দোয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়; সেটি হলো: اَللّٰهُمَّ خُذِ الْعُيُوْنَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتّٰى نَبْغَتَهَا فِيْ بِلَادِهَا (উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা খুযিল্ উয়ূনা ওয়াল আখবারা আন কুরাইশিন হাত্তা নাবগাতাহা ফী বিলাদিহা) অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! কুরাইশের গুপ্তচর এবং তাদের সংবাদদাতাদের থামিয়ে রাখো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাদেরকে তাদের এলাকায় অকস্মাৎ গিয়ে পাকড়াও করি। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

এরপর তিনি (সা.) যাত্রা আরম্ভ করেন। এর আরো বিশদ বিবরণ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্, আগামীতে বর্ণনা করা হবে। (এরপর ১২ পাতায়....)

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

পৃথিবীতে এত বেশি পাপের ছড়াছড়ি, মিডিয়া, ইন্টারনেট, টিভি অনুষ্ঠান, প্রতারণা, ওয়েবসাইট, ফেইসবুক এবং আরও অনেক বিষয় যেগুলির মধ্যে পুণ্যের শিক্ষা কম থাকে, বরং পাপের শিক্ষা বেশি থাকে। তাই এই সব বিষয় থেকে আমাদের নিজেদেরকেও রক্ষা করা উচিত এবং অন্যদের রক্ষা করা ওয়াকফীনে নওদের দায়িত্ব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) চমৎকার বলেছেন–হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই ব্যক্তি যাঁর প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ হত আর তাঁর বই–পুস্তক ফিরিশতাদের পথপ্রদর্শনে রচিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার পথপ্রদর্শনে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ হত আর যারা এগুলি পড়ে এবং গুরুত্বসহকারে পড়ে, তাদের প্রতিও ফিরিশতা অবতীর্ণ হতে শুরু করে। অর্থাৎ পুণ্যের প্রতি তাদের উপদেশ করা হয়।

যারা বড় হয়ে গেছে তাদেরও সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন করীম তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের হওয়া উচিত নয়। কমপক্ষে প্রত্যহ এক রুকু অবশ্যই পড়ন, অল্প সময়ের জন্য হলেও।

পুণ্যের দিকে এস, নামাযের দিকে এস, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ কর যাতে পুণ্যবানরা রক্ষা পায় এবং পৃথিবীর সংশোধনের কাজ করে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) এর জার্মানী সফর (২০১২)

আঁ হযরত (সা.) এখানে বলেছেন, আমার জীবনও ঠিক এমনটাই, পার্থিব উপকরণাদি, সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ–সুবিধা –এসব কিছুর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ আমি তো পৃথিবীতে এসেছি মানুষকে খোদা তা'লার সঙ্গে নৈকট্য এনে দিতে আর ভালবাসা শেখাতে। আমার এই যাত্রা অনন্ত। রাত্রির নিদ্রা, দুপুরের বিশ্রাম ঠিক তেমনই যেভাবে ক্লান্ত পথিক বৃক্ষতলে ক্ষণিকের বিশ্রামের পুনরায় পথ চলা শুরু করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই বিষয়গুলি মাথায় রাখা উচিত। আর এই কথাগুলি যখন মনে পড়বে যে আঁ হযরত (সা.) কিভাবে নিজের জীবন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন– আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা ঈমান আনছে না বলে তুমি নিজেকে ধ্বংস করে দিও না। আঁ হযরত (সা)–এর বাসনা ছিল, সমগ্র জগত আল্লাহ্ তা'লার উপর ঈমান আনুক, তাঁর ইবাদত করুক, নামায পড়ুক এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করুক। এর জন্য তিনি ব্যকুল হয়ে দোয়া করতেন এবং চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কাউকে হেদায়াত দান করা আমার কাজ, তোমার কাজ কেবল আমার বাণী মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়া। কিন্তু এতটাও ব্যকুল হয়ো না যে, এরা মুসলমান হয় না বলে নিজেকে ধ্বংস করে ফেল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন এটা ওয়াকফীনে জিন্দগীদেরও কাজ। তোমাদের মধ্য থেকে কয়েক শতাংশ এমন থাকা বাঞ্ছনীয় যারা জামেয়ায় যাবে এবং মুবাল্লিগ হবে। প্রথমত তারা এমনিতে ওয়াকফীনে জিন্দগী বা ওয়াকফীনে নও, যাদের মধ্য থেকে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইনজীবিও হচ্ছেন। কিন্তু কিছু জামেয়াতেও যাওয়া উচিত। এখন জামেয়া যাওয়া ছাত্রদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে,অথচ আমাদের বেশি সংখ্যক মুবাল্লিগ প্রয়োজন। জার্মানীতে কটি শহর আছে? কতগুলি মফসসল আছে? এগুলি হাজার হাজার আছে। এখন যদি প্রত্যেকটি স্থানে মুবাল্লিগ পাঠাতে হয়, তবে আমরা পাঠাতে পারব না, আমাদের কাছে খুব বেশি হলে পনেরো–কুড়ি জন মুবাল্লিগ আছেন। একটা অঞ্চলে একজন করে মুবাল্লিগ আছেন। হামবার্গে একজন মুবাল্লিগ থাকলে তিনি গোটা এলাকা কভার করেন। অথচ এখান থেকে মাহদী আবাদা 'নাহে' পর্যন্ত গেলে পথে তিনটি শহর পড়ে। প্রত্যেকটি শহরেই একজন করে মুবাল্লিগ থাকা উচিত, আর শুধু জার্মানী নয়, সমগ্র বিশ্ব আমাদের ময়দান। কমপক্ষে ২০ শতাংশ জামেয়ায় যাওয়ার চেষ্টা কর। অনুরূপভাবে কিছু শতাংশ ডাক্তার হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকেদের থাকা দরকার যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করার পর নিজের এলাকায় তা প্রচার করবে। অতএব,তবলীগের অনেক বড় দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এদিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। অন্যথায় প্রতি বছর ৮–১০জন করে জামেয়ায় গেলে কোন লাভ হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনানো হয়েছে, যেখানে হযরত ইব্রাহিম (আ.)–এর কুরবানী ও বিশ্বস্ততারও দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, বিশ্বস্ততাই সব থেকে বড় বিষয়। কুরআন করীমে লেখা আছে, 'ইব্রাহিমাল্লাযি ওয়ফ্ফা' অর্থাৎ ইব্রাহিম সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছিলেন। বিশ্বস্ততা কি? বিশ্বস্ততা হল নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করা। যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রাচীন যুগে মানুষের কাছে খুব বেশি সুযোগ সুবিধা থাকত না, পানীয় জল, বিদ্যুত ব্যবস্থা, পাখা, ঘর উষ্ণ রাখার ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল না। খুব শীত হলে ঘরের মধ্যে কাঠ পুড়িয়ে ঘর গরম রাখতে হত, অনেক কষ্টে কাঠ সংগ্রহ করতে হত। আর গরমের সময় পানি পাওয়াটাই বড় ব্যাপার বলে মনে হত। বর্তমান যুগে এত কিছুর সুযোগ সুবিধা রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার দাবি হল, এই সব পুরস্কাররাজির জন্যও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।আর সব থেকে বেশি আহমদীদেরকে এই সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আর ওয়াকফীনে নওদের বিশ্বস্ততার নমুনা হল প্রথমত আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার কথা ভুলে না যাওয়া। এরপর যে উদ্দেশ্যে মা–বাবা ওয়াকফ করেছে, তা সব সময় স্মরণ রাখা। এই পৃথিবীতে থেকে এখানার সুযোগ–সুবিধা,সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য দেখে ভুলে যাবে না যে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে আমাদের কিছু অঙ্গীকার রয়েছে,সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। বরং যা কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য ভাগ্যে জোটে, পড়াশোনার জন্য ভাল স্কুলে পড়, ভাল রেজাল্ট কর, তবে জাগতিকতার দিকে বেশি না ঝুঁকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে ধর্মের প্রতি আরও বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া উচিত।ওয়াকফীনে জিন্দগীর সব থেকে বড় সম্পদ হল বিশ্বস্ততা।

হুযুর আনোয়ার বলেন:এরপর নযম পড়া হয়েছে, যেখানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যুগের পরিস্থিতির চিত্রায়ন করে বলেছেন–

জিধর দেখো আবরে গুনাহ ছা
রাহা হ্যা, গুনাহোঁ মেঁ ছোটা বড়া
মুবতলা হ্যা।'

অর্থাৎ,যেদিকে দেখ, পাপের মেঘ ছেয়ে যাচ্ছে/ ছোট বড় সকলে পাপে লিপ্ত।

সুতরাং পৃথিবীতে এত বেশি পাপের ছড়াছড়ি, মিডিয়া, ইন্টারনেট, টিভি অনুষ্ঠান, প্রতারণা, ওয়েবসাইট, ফেইসবুক এবং আরও অনেক বিষয় যেগুলির মধ্যে পুণ্যের শিক্ষা কম থাকে, বরং পাপের শিক্ষা বেশি থাকে। তাই এই সব বিষয় থেকে আমাদের নিজেদেরকেও রক্ষা করা উচিত এবং অন্যদের রক্ষা করা ওয়াকফীনে নওদের দায়িত্ব। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছেন, শয়তান দীর্ঘকাল থেকে শাসন করছে। এখন তোমাদের কাজ যারা আহমদী, যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করেছে, তাদের এই শয়তান থেকে নিজেদের এবং পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে। ওয়াকফীনে নওদের এটা অনেক বড় কাজ, অনেক বড় দায়িত্ব। এছাড়া ওয়াকফীনে নওদের জন্য অন্যান্য যে বিষয় রয়েছে, সেগুলি সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রত্যেকে ওয়াকফে নও–এর এই সংকল্প করা উচিত যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সর্বদা বিশ্বস্ততা রক্ষা করব। আল্লাহ্ তা'লা যে উদ্দেশ্য আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেটা হল তাঁর ইবাদত করা এবং কখনও পাঁচ ওয়াক্তের নামায ত্যাগ না করা হল বিশ্বস্ততা। আমার সামনে যত ছেলে বসে আছে, তাদের সকলেরই বয়স দশোর্ধ্ব। এদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠের বয়সও দশের বেশি হবে। আর দশ বছর বয়সে নামায ফরজ হয়ে যায়, আর কোন অব্যহতি থাকে না। বরং দশ বছর বয়সের পর কঠোরতা অবলম্বনের আদেশ

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা: ২০৯))

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

দেওয়া হয়েছে। এক-দুই বছর পর্যন্ত পিতামাতা নামায না পড়ার কারণে দু-এক চড় মেরে দিলে সহন করে নিও। আর যারা যুবক হয়েছ, তাদের নিজেদেরই সচেতন হওয়া উচিত। বারো বছর বয়সের পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া আবশ্যক। আজকাল শীতকাল, স্কুলে সময় পাওয়া না গেলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বল এক-দেড়টার সময় যে বিরতি পাওয়া যায়, সেই সময় আমরা নামায পড়ব। স্কুলে দুটো নামায জমা করে পড়বে। কেননা, সাড়ে তিন-চারটের পর নামাযের সময় থাকে না। তাই কখনও নামায ত্যাগ করবে না। পাঁচটি নামায পুরো পড়তে হবে। দ্বিতীয়ত বিশ্বস্ততার দাবি হল, ধর্মের জ্ঞান অর্জন করা এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জিত হয় কুরআন করীম পাঠের মাধ্যমে। যারা বড় হয়ে গেছে তাদেরও সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন করীম তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের হওয়া উচিত নয়। কমপক্ষে প্রত্যহ এক রুকু অবশ্যই পড়ন, অল্প সময়ের জন্য হলেও। এছাড়াও বিশ্বস্ততার দাবি হল, আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে যাকে হযরত মসীহ মওউদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরী করা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, জগতের সকল সম্পর্কের চেয়ে আমার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী কর। আর এর উপায় হল তাঁর রচনাবলী পড়া। যে সব বই-পুস্তক জার্মানীতে অনুদিত হয়েছে সেগুলি পড়, যেগুলির অনুবাদ হয় নি, পিতামাতাকে বল তারা তোমাদের পড়ে শোনাবেন। তোমাদের পাশাপাশি পিতামাতারও মধ্যে পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরী হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) চমৎকার বলেছেন-হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই ব্যক্তি যাঁর প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ হত আর তাঁর বই-পুস্তক ফিরিশতাদের পথপ্রদর্শনে রচিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার পথপ্রদর্শনে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ হত আর যারা এগুলি পড়ে এবং গুরুত্বসহকারে পড়ে, তাদের প্রতিও ফিরিশতা অবতীর্ণ হতে শুরু করে। অর্থাৎ পুণ্যের প্রতি তাদের উপদেশ করা হয়। অতএব, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলীর যে প্রভাব রয়েছে তা অন্য কোনও রচনায় নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা বড় হয়ে গেছেন। আপনাদের বয়স ১৫, ১৬ ও ১৮। এছাড়া ওয়াকফে নও-এর পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করা এবং এতে ৫০ শতাংশ বাচ্চাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ কোর্স সম্পূর্ণ করা কৃতিত্বের বিষয় নয়। আপনাদের প্রত্যেকের একশ শতাংশ কোর্স সম্পূর্ণ করা উচিত। নামমাত্র কোর্স। এছাড়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পড়ুন। কুরআন করীমের ব্যাখ্যা পড়ুন। যারা ইংরেজি জানেন,তারা ইংরেজিতে ৫ ভলিউম কমিন্টারি পড়ুন। ছোটরা অনুবাদ শেখার চেষ্টা করুন। যুক্তরাজ্যের ইজতেমায় আমি অনেকগুলি দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলাম, সেগুলি জার্মানী ও ইংরেজিতে ছেপে আপনাদের সামে আসা উচিত। দুটি পৃথক পৃথক ইজতেমায় আমি এই সব দিক-নির্দেশনাগুলি দিয়েছিলাম। এগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করুন। আপনারা যত বড় হচ্ছেন, দায়িত্বও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বস্ততার মানও ক্রমশ উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একজন ওয়াকফে নও নিবেদন করে, দুটি কথা বলার ছিল। প্রথমত হুযুর আনোয়ারকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। আপনি জার্মানী এসেছেন এবং আমাদের এই ক্লাস করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি অনেক আনন্দিত। আপনাকে দেখে এবং আপনার কথা শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে।

দ্বিতীয় কথা হল, বাইরে অনেক শীত। নিজের শীতবস্ত্রের বিষয়ে যত্নশীল হবেন। হুযুর বলেন, জাযাকাল্লাহ্॥ হুযুর জিজ্ঞাসা করলে, তালহা আহমদ উত্তর দেয়, আমার বয়স ১৬ বছর। আমার পিতা জেহলম থেকে এসেছেন আর মা রাবোয়া থেকে। এখন আমি জিমনেসিজিয়াম যাচ্ছি। ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চাই। আমার জন্য দোয়া করবেন।

হুযুর বলেন, মাশআল্লাহ্॥ ডাক্তার হওয়ার জন্য রসায়ন ও জীববিদ্যায় আগ্রহ থাকতে হবে। এটা তো তোমাদের নিজেদের জন্য, যদি তোমরা আমল কর তবে তোমাদেরই উপকার হবে। দ্বিতীয়ত কথা আমার জন্য, আমি সাধারণত আমল করার চেষ্টা করি।

একজন ওয়াকফে নও ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে হুযুরের ভাষণের বিষয়ে প্রশ্ন করে। হুযুর উত্তরে বলেন, আমি ভাষণ দেওয়ার পর সরাসরি জার্মানী চলে আসি। যাইহোক এখন প্রতিক্রিয়া সামনে আসবে যা আমাদের প্রেস বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হবে অথবা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হবে। মাজিদ সাহেব প্রতিবেদন তৈরী করছেন। পরে লিখবেন, যদি উর্দু পড়তে জানেন তবে তা আল ফজলে পড়ে নিবে। আর না পড়তে পারলে কারো কাছ থেকে শুনে নিবে। কিন্তু যাইহোক যে দু-তিনটি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি তা বেশ ভাল। একজন একথাও জানিয়েছেন যে, ইউরোপকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ও সময়োপযোগী ছিল। যে তিনটি বার্তা ছিল সেগুলি হল, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। মুদ্রা, মুক্ত-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পৃথিবীর ঐক্যমতে পোঁছনো উচিত। (তৃতীয়) অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রেও পৃথিবীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

সি.এন.এন তাদের ওয়েবসাইটে এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করার পর আমার নাম ও ছবি প্রকাশ করেছে এবং তাতে লিখেছে, 'কোট অফ দ্য ডে'। তারা বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। বাকি অন্যদের প্রতিক্রিয়াও বেশ ভাল।

একজন কিশোর আর্থিক মন্দা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হুযুর তার প্রশ্নের উত্তরে বলেন: যে প্রচেষ্টা হচ্ছে তাতে কতজন নিজেদের উদ্দেশ্যে সৎ রয়েছে। ক্যাপিটাল হিল, যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কংগ্রেস নেতাদের সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলাম, সেখানে আমি বলেছিলাম যে, পরাশক্তি দেশগুলির প্রচেষ্টায় সততা নেই। অনুরূপভাবে ইউরোপীয় পার্লামেন্টেও এ বিষয়ের প্রতি কিছুটা ইঙ্গিত করেছি।তাদের সামনেও আমি তাদের প্রচেষ্টার সারবত্তা তুলে ধরেছি। তোমরা প্রকৃত অর্থে কাউকে সাহায্য কর না। আমাকে বলুন, যদি তোমরা চেষ্টা করার বিষয়ে সৎ থাকতে তবে কোন একটা অভাব পীড়িত দেশ দেখাও যার অর্থনীতি উন্নত করার জন্য জন্য তোমরা গুরুত্বসহকারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করেছ আর সেই উন্নত দেশটি তোমাদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। চেষ্টা এভাবেই করে, ইরাকে উন্নয়নের কাজ অব্যাহত ছিল, খুব দ্রুত উন্নতি করছিল, সেই দেশটাকে বোমা বর্ষণ করে ধ্বংস করে দিলে। এখন সেখানকার তেলের ভাণ্ডার দখল হয়ে গেছে। এর আগে লেবান উন্নতি করছিল, বেইরুত উন্নতির দিক থেকে প্যারিসের পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল, তাকেও ধ্বংস করে দেওয়া হল। যে সব দরিদ্র দেশগুলি উন্নতি করতে শুরু করে,তাদেরকে উন্নতি করতে দেয় না। অনুরূপভাবে আমি তাদেরকে বলেছি, তোমরা দাবি কর সেখানকার সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত, একথা সত্য যে প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত যারা সঠিক কাজ করে না কিন্তু তোমরা সেই সব সরকারের দুর্নীতি দেখেও তাদেরকে সাহায্য করে আসছিলে? যতদিন তোমাদের অঙ্গুলি হেলনে তারা পরিচালিত হচ্ছিল, তোমাদের ইচ্ছে মত চলছিল, তোমরা তাদেরকে সাহায্য করছিলে।যখন তারা তোমাদের কথা শোনা বন্ধ করে দিল, তখন তাদেরকে ত্যাগ করলে। অনুরূপ পরিস্থিতি এখন সিরিয়ায়। এদের মধ্যে তো সততাই নেই। বাকি কথা সেগুলোই যা আপনি বলেছেন। যখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, অরাজকতা চরমে পোঁছায়, তখন ধ্বংস আপতিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানরাও সেই একই পথের পথিক। এই যে বিনাশ ঘটবে তা সমগ্র বিশ্বের জন্য। অতঃপর ইনশাআল্লাহ্ ধর্মের প্রতি মনোযোগী হবে। আর ধর্মের প্রতি এই মনোযোগ সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে যুগ ইমামের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। তাই ওয়াকফীনে নও হিসেবে ভবিষ্যতে বিশ্বকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়ি আপনাদের উপরই বর্তায়।

ইরান ও সিরিয়ার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে কংগ্রেসে আমি এটা বর্ণনা করেছিলাম যে, জোট তৈরী হচ্ছে। শান্তি প্রসঙ্গে বক্তব্য দিয়েছি, সেটি পড়ে নাও আর এই জোট তৈরী হলে মহাযুদ্ধ হবে। কেবল ইরান নয়, ইরান যেহেতু দূরে অবস্থিত, কিছুটা পরিবেষ্টিত রয়েছে এবং আরও কিছু বিষয় রয়েছে, সেই কারণে ইরানের পূর্বে সিরিয়ায় আক্রমণ করতে চাইবে। আর আক্রমণ করবে মুসলমান দেশগুলোর মাধ্যমে। তুর্কির মাধ্যমে সিরিয়ায় আক্রমণ করবে, এরপর যুদ্ধ শুরু হবে। এই যুদ্ধ বিস্তৃত হবে এবং ইরানের দিকে অগ্রসর হবে। রাশিয়া এবং চীন ইরানের পক্ষ নিবে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি অপর পক্ষ নিবে। দুটি জোট তৈরী হয়ে যাবে। যেভাবে এরা দাবি করছে, ইরানের কাছে নাকি পারমাণবিক বোমা রয়েছে আর ইরান তা অস্বীকার করছে। যদি থেকে থাকে, তবে যে দেশ নৈরাশ্যের শিকার সে অগ্র-পশ্চাদ কিছুই দেখে না। মনে যা আসে তাই করে বসে।এই অবস্থাই হবে এই সব দেশের। তাই আমি তাদেরকে বলেছিলাম, কিছুটা বিবেচনা করে দেখুন। কেননা, পূর্বে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই পারমাণবিক বোমা ছিল, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের উপর দুটি পরমাণু বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল। আমি সেই হিরোশিমা গিয়ে দেখেছি। সেখানে তারা একটি ঘরকে সংরক্ষণ করে রেখেছে। কংক্রিটের পুরো ঘরটি গলে নীচে পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেই বোমাটি অতটাও শক্তিশালী ছিল না। এখন অনেক ছোট ছোট দেশের কাছেও পরমাণু বোমা রয়েছে আর এমন দেশের কাছেও তা রয়েছে যাদের বিবেক নেই। ভেবে দেখ, কতটা ভয়াবহ পরিণাম হবে। বিশ্ব নিজেই নিজেকে ধ্বংস করছে। তাই দোয়া কর, যেন এই বিনাশ থেকে রক্ষা পাও আর আল্লাহ্ না করুক, (যুদ্ধ)

(এরপর শেষ পৃষ্ঠায়.....)

ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান

মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে তখন সে আল্লাহ্‌র নিকট সিজদাবনত হয়।

ইহজগতে আমাদের অভিজ্ঞতা, যারা জাগতিক বিষয়াদিতে নিমজ্জিত তারা সাধারণত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ দেয় না। এই কারণেই পশ্চিমা দেশগুলিতে নাস্তিকতার প্রসার ঘটছে। কেননা তারা মনে করে, তারা যা কিছু করছে তা নিজেদের যোগ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতার জোরে করছে।

দেশ ও সমাজের শান্তির জন্য ন্যায়নীতি অনুসরণ করা জরুরী, বা বলা ভাল পরিপূর্ণ ন্যায়ের প্রয়োজন।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) গত ১৭ শে ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখে প্যান আফ্রিকান আহমদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশন (ইউ.কে)-এর সদস্যদের সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) উক্ত অনুষ্ঠানের জন্য ইসলামাবাদের (টিলফোর্ড স্থিত) এম.টি.এ স্টুডিওতে বিরজমান ছিলেন, অপরদিকে ১৫০ জন নারী ও পুরুষ সদস্য বায়তুল ফুতুহ লন্ডন থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সাক্ষাতকালে সদস্যদের পক্ষ থেকে করা প্রশ্ন ও হুযুর আনোয়ার প্রদত্ত উত্তরগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে।

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র একজন সদস্যা বলেন- কুরআন করীমের সূরা তাগাবুন -এর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কতক তোমাদের শত্রু। অতএব, তোমরা তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকিও। আমার প্রশ্ন হল, এখানে কেন স্ত্রী সন্তানদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামীর উল্লেখ করা হয় নি কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসলে এখানে কুরআন করীমে 'আজওয়াজুকুম ও আওলাদুকুম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আজওয়াজ বলতে কেবল স্ত্রীদেরকে বোঝায় না। আমার মতে আজওয়াজ এর অর্থ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই। স্বামী সৎ না হলে স্ত্রীদের সতর্ক থাকা উচিত, তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা উচিত এবং সে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিরোধি কি না তা জানার চেষ্টা করা উচিত। এটা আমার দৃষ্টি ভঙ্গি। (যদিও) এর অনুবাদ করা হয়েছে স্ত্রী ও সন্তান। কিন্তু আরবীতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ জীবনসঙ্গী। আর জীবনসঙ্গী উভয়েই হতে পারে। আমরা কেন এখানে স্ত্রী শব্দ ব্যবহার করি তা জানার চেষ্টা করলে আমি জানতে পারি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) -এরও একই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, অর্থাৎ জীবনসঙ্গী। তিনি উর্দুতে এর অনুবাদ করেছেন 'আজওয়াজ', স্ত্রী নয়। এইরূপে এর অনুবাদ দাঁড়ায় তোমাদের জীবনসঙ্গী এবং সন্তান-সন্ততি। তাই আপনি যদি জীবনসঙ্গী (Spouse) শব্দ ব্যবহার করেন তবে কোন প্রশ্নই থাকে না। অতএব, প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। অনেক সময় স্বামীরা আপনাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, যদি তারা ইসলাম আহমদীদের শিক্ষার বিরুদ্ধে আমল করার বিষয়ে বলে। অনেক সময় পুরুষদের উপর কিছু কিছু মহিলার বেশি প্রভাব থাকে, এর বিপরীতে অনেক সময় দেখা গেছে কোন কোন স্ত্রীর উপর পুরুষদেরও বেশি প্রভাব থাকে। তাই আমি মনে করি, যিনি এই আয়াতের অনুবাদ করছিলেন, তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেযুগে মহিলারা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অতটা ওয়াকিবহাল ছিল না। কিন্তু এখন আপনারা শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। আপনারা কুরআনের অনুবাদ জানেন, কুরআন পড়তে পারেন। আপনারা এখন ইসলাম আহমদীয়াতের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন, আপনাদের কাছে তথ্য ও জ্ঞান আছে। অনেক সময় আমাদের মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি শিক্ষিত হয়। এখানে এই প্রেক্ষাপটে এটা বলা যেতে পারে যে, নিজেদের স্বামী ও সন্তানদের বিষয়ে সতর্ক থাক।

আরও এক লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন, সংকটকালে মানুষের আত্মীয় স্বজন ও নিকটজনেরা তাদের থেকে দূরে সরে গেছে, তারা চাকরি হারা হয়েছেন, বা কাজ পরিবর্তন করতে হয়েছে, উপার্জনের পার্থক্য এসেছে। এমতাবস্থায় মানুষ কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার উপর আস্থা রাখতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন আপনার কাছে বেশি কাজ থাকে আর আপনি জাগতিক কর্মকাণ্ডে মগ্ন থাকেন, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন সাধারণত দেখা যায় যে মানুষ নামাযের দিকে বেশি মনোযোগ দেয় না। আমি তো এটাকে উল্টো দিক থেকে দেখি যে, মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে তখন সে আল্লাহ্‌র নিকট সিজদাবনত হয়। অতএব, এখনই সেই সময় যখন কি না আপনাকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। নিজেদের নামায যথাক সময়ে পড়ুন এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন যে, তিনি যেন সমস্ত বিপদাপদ ও সমস্যাবলী দূর করে দেন আর আপনি সেই কঠিন সময় পেরিয়ে আসতে সফল হন। তাই আমার মতে আপনাকে আরও বেশি অবিচলতা প্রদর্শন করা উচিত। আপনার কাছে যখন ভাল চাকরি থাকে, আপনার উপার্জন ভাল হয়, জাগতিক কাজকর্মে বেশি ব্যস্ততা থাকে, তখন সচরাচর আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ ভুলে যায় যে, খোদা কে আর কখন ইবাদত করা উচিত। মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলে যায়। দেখুন, ইহজগতে আমাদের অভিজ্ঞতা, যারা জাগতিক বিষয়াদিতে নিমজ্জিত তারা সাধারণত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ দেয় না। এই কারণেই পশ্চিমা দেশগুলিতে নাস্তিকতার প্রসার ঘটছে। কেননা তারা মনে করে, তারা যা কিছু করছে তা নিজেদের যোগ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতার জোরে করছে। আমরা সাধারণত এটাই দেখতে পাই যে, বস্তুবাদিরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে না আর আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী মেনে চলারও চেষ্টা করে না। বরং যারা দারিদ্র পীড়িত তারা বেশি করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে মনোযোগ দেয় আর আপনি যদি এখন মনে করেন যে, আপনি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আর এই অঙ্গীকারও করেন যে, যখনই আপনার অবস্থা স্বাভাবিক হবে তখন আপনি কোনওভাবেই নামাযে অনুনয় বিনয় করা ত্যাগ করবেন না। তাই এটাই সময় আল্লাহ্‌র কাছে বেশি করে কান্নাকাটি করার। আপনি যখন কোন বিপদে পড়েন, যখন আপনার সন্তান অসুস্থত হয় তকন আপনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, আপনি যখন নিজে কোন সমস্যায় নিপতিত হন বা অসুস্থ হন তখন আল্লাহর কাছে নিজের আরোগ্যলাভের জন্য দোয়া করেন। তাই আমরা কিভাবে দোয়া করব আর আল্লাহ্ তা'লার অধিকার কিভাবে পূরণ করব তা প্রশ্ন করার পরিবর্তে এটাই সময় যখন আপনার দোয়া করা উচিত।

পুরুষদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করেন যে, আফ্রিকা মহাদেশ পুনরায় একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। আফ্রিকার নেতাদের জন্য প্রিয় হুযুর কি উপদেশ দান করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবীর কোন প্রান্ত এই সব থেকে মুক্ত। কেবল আফ্রিকাই নয়, আমরা পৃথিবীর সর্বত্রই একই জিনিস দেখতে পাই। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপের পরিস্থিতি আফ্রিকার চায়তে বেশি ভয়াবহ। কেননা, এই পরিস্থিতি সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে পারে। আমি কয়েক বছর থেকে বলে আসছি যে, দেশ ও সমাজের শান্তির জন্য ন্যায় এর প্রয়োজন, বা বলা ভাল পরিপূর্ণ ন্যায়ের প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নেতৃত্ব নিজেদের কাজে জনগণের জন্য সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন না করে, আমরা সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পারব না, এগুলো ঘটতেই থাকবে। আপনারা দেখবেন,যেখানে নেতারা সৎ, জনগণের প্রতি আন্তরিক, সেই সব দেশগুলি উন্নতি করছে বা কিছুটা হলেও উন্নতি করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আফ্রিকায়, বরং এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশকে দেখতে পাই যাদের নেতারা সৎ নন। তাই আমরা দোয়া করি যে আর সেই সব নেতাদের কাছে আবেদন করি যে, তারা নিষ্ঠা ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হোন এবং নিজেদের প্রকৃত স্রষ্টাকে সনাক্ত করে। এবং এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কর্মকাণ্ড দেখছেন, যা কিছু তারা করছে এর জন্য ইহজগতে না হলেও পরকালে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। তবেই তারা ভাল কাজ করবে। অতএব, আমাদেরকে তাদের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি করতে হবে যে, একজন খোদা আছেন। আর তারা যেন এমনটা না মনে করে যে, ইহজগতই সব কিছু। বরং তারা পরকালে নিজেদের কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে। আর যা কিছু দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়েছে, সেগুলো আপনাদের প্রশ্ন করা হবে। আর যদি আপনি নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করেন তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে শাস্তি দিবেন। অতএব, এটিই একমাত্র বিষয় যা তাদের সংশোধন করতে পারে। যখনই আমি এই সব নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই, আমি সব সময় এই কথাটা বলে আসছি যে, সব সময় মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দেখছেন। আমরা যদি এই সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হই তবে ভাল, অন্যথায় এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আমরা কেবল দোয়াই করতে পারি বা চেষ্টা করতে পারি যেন সমস্ত দেশ ও মহাদেশ প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করে। যেমনটি আপনাদের সামনে করা তিলাওয়াতে শুনেছেন যে, আপনারা এক জাতি সত্তায় পরিণত হন এবং একে অপরের সঙ্গে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করুন। এবং হুকুকুল্লাহ্ হুকুকুল ইবাদের দাবি পূর্ণ করুন। এটিই একমাত্র সমাধান, অন্যথায় কোন প্রকার সংশোধনের আশা অবশিষ্ট নেই।

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও এর খুঁটিনাটি

পুরুষরা নিজেরাই ইকামত বলবে আর এমনিতেও ইকামত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনে ইমাম নিজেও ইকামত বলতে পারে। বাড়িতে নামায হলেও মেয়েরা ইকামত বলবে না। কেননা হুযুর (সা.)-এর অনুমতি প্রদান করেন নি।

একজন নাসেরা প্রশ্ন করে, জামাতের বইপুস্তক দৃষ্টি শক্তিহীনদের জন্য ব্রেইল অক্ষরে প্রকাশিত হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইনশাআল্লাহ্! সেই সময় আসবে। যেভাবে জামাত আহমদীয়া উন্নতি করছে, সেটাও হবে। ইনশাআল্লাহ। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কি কুরআন করীম পড়তে জান?

নাসেরা উত্তর দেয়, কুরআন করীম সে পড়তে জানে। তাছাড়া সে মুখস্তও করছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, মাশাআল্লাহ্॥ একদিন হবে ইনশাআল্লাহ্॥ এই মুহূর্তে তো পুরোপুরি ছেপেও আসে নি। ইনশাআল্লাহ্ চেষ্টা করব।

প্রশ্ন: মানুষ তার প্রত্যেকটি কাজ প্রজ্ঞাসহকারে করার জন্য কোথা থেকে সে প্রজ্ঞা শিখতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রজ্ঞা কি জিনিস? প্রজ্ঞা হল বুদ্ধিমত্তা। নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ কর। জ্ঞানার্জন করলে বুদ্ধি বাড়ে। জ্ঞানার্জনও কর, এতে তোমার মধ্যে কোন বিষয়কে বোঝার জন্য বেশি যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। আর যখন কোন বিষয় বোঝার জন্য বেশি যোগ্যতা সৃষ্টি হয়,তখন তার উত্তরও প্রজ্ঞা সহকারে দেওয়ার যোগ্যতা তৈরী হয়। তাই প্রজ্ঞা হল পরিবেশ অনুসারে বুদ্ধিমত্তাসহকারে কথা বলা। কেউ যদি তোমার সঙ্গে লড়াই শুরু করে, আর তুমি তাকে কঠোরতার সাথে উত্তর দাও আর সে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়,তবে সেটা প্রজ্ঞা নয়। কিন্তু সেই কথাই যদি কোমল ভাষায় বলা হয়, স্নেহ-ভালবাসা সহকারে বলা হয় এবং তাকে আশ্বস্ত করা হয় তবে সেটাই প্রজ্ঞা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, তার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, আমাকে এর উত্তর কিভাবে দিতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন তোমাদের কাছে জ্ঞানও থাকবে। তুমি যদি জোর করে কাউকে বল যে, তুমি পর্দা করো না, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন কর না তাই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে শাস্তি দান করবেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন- তবে তোমার এমন কথা শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলবে, তুমি আমাকে এমনভাবে বলার কে? আল্লাহ্ তা'লা আমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। আমার বিষয়টি আল্লাহর সঙ্গে।' আর এই একই কথা যদি কাউকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বল যে, আমি এজন্য পর্দা করি যে এটা খোদা তা'লার আদেশ, আমি তো ধর্মীয় শিক্ষার অনুশাসন মেনে এমনটা করে থাকি, তবে এর দ্বারা কৌশলে তাকে বোঝানোও হবে আর কোন বাক-বিতন্ডাও হবে না। প্রজ্ঞার অর্থ হল বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে কোনও কিছুর উত্তর দেওয়া যার শুভ পরিণাম বের হতে পারে।। কিন্তু ভয় পেয়ে যাওয়া প্রজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। কেউ যদি তোমাকে আহমদী বলে আর তুমি বল, নিজের আহমদী হওয়ার পরিচয়টা গোপন রাখাই প্রজ্ঞার দাবি ছিল, অন্যথায় লোকে বিদ্রুপ করত। তাই বলে দিলাম যে আমি আহমদী নই। তবে এমন কাপুরুষতা প্রজ্ঞা নয়। বরং বলা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী যুগ ইমামকে মান্য করার তৌফিক লাভ করেছি। এটাই উত্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রজ্ঞার অর্থ ভীতি নয়। বরং এর অর্থ হল বুদ্ধি দ্বারা এমন একটা উত্তর দেওয়া যার মন্দ পরিণাম না আসে। কিন্তু যেখানে ঈমানের প্রশ্ন আসে, সেখানে ঈমান গোপন করা, ভয় পেয়ে নিজের আহমদী পরিচয়কে গোপন করা, কিম্বা নামাযের সময় হলে নামায এড়িয়ে চলা- এগুলি প্রজ্ঞার পরিচয় নয়। যেখানে ধর্মের প্রসঙ্গ আসে, সেখানে আত্মাভিমান প্রদর্শন করা উচিত। যেখানে কোন কিছু করার আদেশ রয়েছে, কাউকে বোঝানোর নির্দেশ রয়েছে সেখানে কথা বলার সময় প্রজ্ঞার আশ্রয় নিতে হবে।

প্রশ্ন: মানুষ কিভাবে বিপদ ও কঠিন সময় থেকে মুক্তি পেতে পারে? যখন সে অনুভব করে যে, তার ঈমান হারিয়ে যাচ্ছে তখন সে হারনো ঈমান কিভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি ঈমান নষ্ট হতে শুরু করে তবে এর অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নেই। ঈমান সুদৃঢ় করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার উপর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস আনয়ন করতে হবে। এজন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, সর্বপ্রথম অদৃশ্যের উপর ঈমান থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এবং তাঁর শক্তিমত্তার উপর বিশ্বাস থাকা দরকার, এরপর তিনি কোথায় আছেন তা সন্ধান কর। গতকালই খুতবায় আমি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। তাঁর বয়স যখন এগারো বছর, তিনি চিন্তা করেন যে তিনি কেন আহমদী, কেন একজন মুসলমান এবং কেন আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এরপর তিনি চিন্তা করতে শুরু করেন। এক রাতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে শেখানোর সিদ্ধান্ত নেন, তাই আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখেই তিনি জানতে পারেন যে, এই সব নক্ষত্র থেকে আরও দূরে আরও অনেক নক্ষত্র রয়েছে, গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে, ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে আরও অগণিত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে যা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা তাদের কাছে অজানা। তারা স্বীকার করছেন যে, এই সংখ্যা অসীম। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তাও অসীম। যখন আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে এই সত্য জানা যাবে, তখন এটাও জানা উচিত যে, আল্লাহ্ আমাদের সংশোধনের জন্য যে সকল নবীদের প্রেরণ করেন, তাঁরাও সত্য। আর এ যুগে আঁ হযরত (সা.)কেও তিনি প্রেরণ করেছেন। কুরআন করীমে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী আছে। মানুষ নামায পড়ে না, নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্র কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করে না। এতে ঈমান তো নষ্ট হবেই। এছাড়া যদি কুরআন করীম না পড়ে, কুরআন করীমকে বুঝে না পড়ে, এর বিধিনিষেধগুলিকে অনুধাবন না করে, যা মানুষের ঈমানকে দৃঢ়তা দান করে থাকে তবে মানুষের ঈমান দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া এযুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের অসংখ্য বই-পুস্তক দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে সহজ ও বোধগম্য বিষয়গুলি যদি আমরা নিজেদের ঈমান দৃঢ় করার জন্য পাঠ করি তবে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে আর সেই সঙ্গে আমাদের ঈমানও দৃঢ়তা লাভ করবে। এই বিষয়গুলি পরিশ্রম দাবি করে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন-' যারা আমার পথে জিহাদ বা সংগ্রাম করে, তাদেরকে আমি সঠিক পথ প্রদর্শন করি।' এখানে জিহাদের অর্থ হল ঈমান আনার জন্য চেষ্টা করতে হয়।আর চেষ্টা হল আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা, নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করা, এবং কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করা। বারো বছর বয়সে এই চেষ্টা শুরু করে দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: আপনার সব থেকে প্রিয় নজম কোনটি যেটি আপনি অধিকাংশ সময় শুনে থাকেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সুন্দরভাবে পরিবেশিত প্রতিটি নযমই আমাকে ভাল লাগে। আর সব থেকে বেশি ভাল লাগে হযররত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযমসূহ। কালামে মাহমুদের অনেক নযম রয়েছে, দুররে আদন এর নযম রয়েছে। এছাড়াও অনেক কবিদের নযম রয়েছে। কোনও দিন কোন জিনিষের মন চায় আর কখনও শোনার সুযোগ হয় তবেই। প্রায়ই বসে নযম শোনার সময় হয় না। তুমি কোন্ নযমটি শোন?

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

নাসেরা উত্তর দেয়, অনেক নযমই শুনি, যেমন-খলীফা কে হাম হ্যাঁ' , খলীফা দিল হামারা হ্যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দুররে সমীনের নযম পড়বে আর কালামে মাহমুদের নযম পড়বে, এগুলি দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পাবে। সাময়িক আবেগ সৃষ্টির জন্য যুগ ইমাম হযরত মসীহ মওউদ(আ)এর বাণী ও খলীফাগণের বাণীও পাঠ করা উচিত। এর দ্বারা ঈমান উন্নতি লাভ করে।

প্রশ্ন: জাপান, কোরিয়া এবং চীনে সালাম করার সময় মানুষ ঝুঁকে পড়ে। আমরা সেই সব দেশে গেলে এভাবে ঝুঁকে পড়লে কি সেটাকে শিরক বলা হবে। কেননা, মানুষের সামনে নত হওয়া বৈধ নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা তাদের একটা প্রথা, তাদের সালাম করার রীতি। তারা এভাবে নত হয়েই সালাম করে। পাকিস্তান ও ভারতের মত এশিয়ান দেশগুলিতেও এমন রীতি রয়েছে। অনেক সময় আমরা বুকে হাত রেখে নত হয়ে সালাম করলে তা শিরক নয়। অনুরূপভাবে এটাও তাদের রীতি ও ঐতিহ্য, তাদের সালাম করার পদ্ধতি, তারা এভাবে নত হয়েই সালাম করে। ইবাদতের জন্য তো আর নত হয় না। তারা সামনের ব্যক্তিকে খোদা মনে করে নত হয় না বার তার কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা করে না। এটা এক ধরণের সৌজন্য বিনিময়, যেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নত হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং বোঝাতে চায় যে তারা কতটা সম্মান প্রদর্শন করছে। জাপানের মত আরও অনেক স্থানে মেয়েরা যখন সালাম করতে আসত, তখন আমি মেয়েদের সঙ্গে করমর্দন না করে যৎসামান্য নত হয়ে আসসালামো আলাইকুম বলতাম। এর দ্বারা তারা উপলব্ধি করত যে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। তাই আসল বিষয় হল অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। একটি নীতি স্মরণ রাখবেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'ইন্নামাআল আমালু বিন্নিয়াত' অর্থাৎ কর্ম নিয়্যত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। যদি তুমি কারো কাছে কিছু চাওয়ার জন্য এবং তাকে খোদা মনে করে তার সামনে নত হও তবে তা শিরক। আর তা যদি হয় কেবল সৌজন্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আর একটু সামনে মাথা নত করা হয়, বা সামান্য কোমর ঝুঁকানো হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এটা কোন শিরক নয়।

প্রশ্ন: আরও এক নাসেরা প্রশ্ন করে যে, লাহোরী জামাত আমাদের থেকে কি কারণে পৃথক হয়েছিল?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পার্থক্য এতটুকু যে, লাহোরী জামাতের সদস্যরা দাবি করত যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল এর যুগেও এই ধারা সূচিত হয়, তারা বলত, খিলাফত আঞ্জুমানের অধীনস্ত হওয়া উচিত আর আঞ্জুমানের কর্মকর্তাগণ জামাত পরিচালনা এবং জামাত থেকে মুনাফা লুটতে চাইত। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল বলেছিলেন, যুগ খলীফাকে আল্লাহ্ তা'লা সকল ক্ষমতা দান করেছেন আর এটাই ইসলামী রীতি। তাই খলীফা আঞ্জুমানের অধীনস্ত হতে পারে না। যাইহোক, সেই সময় তারা খলীফা আওয়ালের ছয় বছর সময় সহন করেছিল, কিন্তু যখন খলীফা সানির নির্বাচন হল, তখন বড় বড় মৌলবী জামাতের পদে আসীন ছিল। তারা বলল, খিলাফত হওয়া উচিত নয়। আর তাদের আশঙ্কা ছিল মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফা নির্বাচিত হবেন। তাই তারা হৈচৈ বাধিয়ে বলল, আমরা খিলাফত মানি না। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফা সানি বললেন, খিলাফত তো অবশ্যই হওয়া উচিত। তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে যে আমি খলীফা হয়ে যাব, তবে আমার খলীফা হওয়ার কোন বাসনা নেই। তোমরা চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে আমরা খলীফা হিসেবে গ্রহণ করছি, কিন্তু খিলাফত অবশ্যই হবে, যার উপর আমরা একত্রিত হব, সে মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব হন বা অন্য কেউ। যে কোন কাউকে আমরা খলীফা হিসেবে মেনে নিব। তারা বলল, না, না, আমরা জানি, জামাতের সদস্যরা আপনাকেই খলীফা নির্বাচিত করেছে। তাই তারা খিলাফতকেই অস্বীকার করে বসল। আর আল্লাহ্ তা'লা তো এই প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে আর এটাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা আল ওসীয়ত পুস্তিকায় যে ওসয়ীত ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছিলেন, সেখানেও তিনি ওসীয়ত করেছিলেন যে, আমার পর খিলাফত হবে। তাই এই খিলাফত তো অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিবার্য ছিল। আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এরা খিলাফতকে মানতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা জামাত আহমদীয়া থেকে পৃথক হয়ে লাহোর চলে গেছে আর সেখানে গিয়ে নিজেদের জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছে। জামাতের যত সম্পদ ছিল সেটাও তারা সঙ্গে করে নিয়ে চলে যায়। অনেক বড় বড় উলেমা তাদের সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু খিলাফতকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন, তাই তাদের জামাত কিছুকাল পরেই একেবারে বিলুপ্ত হতে হতে একেবারে শেষ হয় যায়। কিনউত জামাত আহমদীয়া, যা খিলাফতের সঙ্গে ছিল, যার সঙ্গে খিলাফতের সম্পর্ক ছিল, সেটা কালক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন পৃথিবীর দু'শ বারোটি দেশে পৌঁছে গিয়েছে। তাই মতানৈক্য যা দেখা তা হল এই যে, তাদের বড় বড় উলেমারা বলত, আমরা কর্মকর্তাদের কাছেই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকবে আর যুগ খলীফার কোন ক্ষমতা থাকবে না। বরং তারা কোন খলীফাই চাইত না, তারা চাইত কেবল আঞ্জুমান থাকুক।তাই তারা একথা মানে নি আর জামাতের সদস্যরাও মানে নি। এর পর তারা ক্ষুন্ন হয়ে লাহোর চলে যায় আর সেখানে গিয়ে পৃথক জামাত প্রতিষ্ঠা করে, যাদেরকে পয়গামী, গায়ের মোবাঈ অথবা লাহোরীও বলা হয়, যারা খিলাফতের বয়আত করে নি। কিন্তু এখন দেখুন, সেই সব বড় বড় লোকগুলো যারা মনে করত যে, কাদিয়ান ধ্বংস হয়ে যাবে আর বলে বেড়াত যে, কাদিয়ানের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে, কিন্তু কাদিয়ান ক্রমশ উন্নতি করতে থাকল। হিজরতের পর পাকিস্তানেও মরকয তৈরী হল। পৃথিবীর আরও অনেক স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু এই পয়গামীরা হাতে গোণা কয়েকটি স্থানেই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে জার্মানীর বার্লিনে তাদের সব থেকে বড় ও পুরোনো মসজিদ রয়েছে। কিন্তু সেই মসজিদে নামায পড়ানোর জন্য কোনও ইমামও পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুজি করে কাউকে পাওয়া গেলেও দুই-তিন মাস পর সেও চলে যায়। পক্ষান্তরে আমাদের বার্লিনের মসজিদ নামাযীতে পূর্ণ থাকে। আমি যখন বার্লিন যাই, তাদের মসজিদও দেখতে গিয়েছিলাম। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক যুবক এসেছিল। সে বলছিল, আমিই তাদের ইমাম, এখানে আমি অস্থায়ীভাবে এসেছি। তার মধ্যে না ছিল ইমামের কোন ছাপ, না ছিল কোন ধর্মীয় জ্ঞানের প্রশিক্ষণ। অল্পবিস্তর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তকও তারা প্রকাশ করে, যেহেতু তাদের কাছে অর্থ আছে। তাদের অনুসারীদের সংখ্য এখন অতি নগণ্য, কয়েক শয়ের বেশি হবে না। কিন্তু জামাত আহমদীয়া, যারা খিলাফতের সঙ্গে আছে, তাদের সংখ্যা নিরন্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সেখানে মসজিদেও চারপাশে আমি দেখলাম, খোঁজ খবর নেওয়ার কোথাও কেউ ছিল না। ভীষন অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল, মসজিদের কোন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ছিল না। কিন্তু আহমদীয়া জামাতকে দেখ, জার্মানীতেও নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর উন্নতি হচ্ছে। এগুলো খিলাফতের কারণেই হচ্ছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ-যেমন আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দ্বীপরাষ্ট্রসমূহে, যুক্তরাষ্ট্রে, ইউরোপ সর্বত্রই জামাত উন্নতি করছে। যেহেতু তারা খিলাফতকে অস্বীকার করেছিল, তাই জামাতকে ত্যাগ করেছিল। এর লোকসানও তারা প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যারা একথা স্বীকার করে যে, তারা খিলাফতকে ত্যাগ করে ভুল করেছে। আমি ফিজি গিয়েছিলাম, সেখানে পয়গামীদের মধ্য থেকে কয়েকজন আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যও এসেছিল, তারা বয়আতও করেছে। অনুরূপভাবে নিউজিল্যাণ্ডেও তারা এসেছিল, তারা বয়আত করে ধীরে ধীরে জামাতে ফিরে আসছে, যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে তারা ফিরেও আসে আর খিলাফতের ছত্রছায়ায় আশয় নিয়েছে।

প্রশ্ন: হাদীস থেকে জানা যায় যে, আঁ হযরত (সা.)এর প্রতি যখন ওহী নাযেল হত,তখন তাঁর এমন অবস্থা হত যে, শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঘেমে যেতেন। আমার প্রশ্ন হল, এমনটা কেন হত আর সেই সময় কি তিনি শারিরিক কষ্ট অনুভব করতেন। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর প্রতি ইলহাম হত, তখন তাঁরও কি অনুরূপ অবস্থা হত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ফিরিশতা যখন ওহী নিয়ে আসে, তখন একটা সময় আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্বের ত্রাসে নবীগণ সব থেকে ভীত হন আর যখন ফিরিশতা বার্তা নিয়ে আসেন, তখন তার বোঝা এত বেশি থাকে যে, মানুষ কেঁপে ওঠে। এ বিষয়ে যার সঠিক ব্যুৎপত্তি রয়েছে, সেই সব থেকে বেশি এটা অনুভব করে। আঁ হযরত (সা.) যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ওহী যখন নাযেল হত, মনে হত যেন কয়েক টন বোঝা আমার উপর চাপানো হয়েছে আর ফিরিশতা

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar
From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 24 July 2025 Issue No.30

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সেই বাণী নিয়ে আসত। সেই ওহীর ওজন এত বেশি হয় যে, মানুষের হৃদয় তাতে কেঁপে ওঠে, যার মধ্যে খোদা তা'লার সত্তা সম্পর্কে সঠিক ব্যুৎপত্তি রয়েছে। এই কারণে এমন অবস্থা হত আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর প্রতি যখন ইলহাম হত তাঁর এমন অবস্থা হত, যদিও তিনি সেই মর্যাদায় পৌঁছতে পারতেন না যেখঅনে আঁ হযরত (সা.) পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তাঁরও এমন অবস্থা হত, যখন তাঁর দেহ কাঁপতে শুরু করত আর অনুভব করা যেত ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। যত শক্তিশালী ইলহাম হত ততবেশি তাঁর শরীরে প্রভাব পড়ত। কিছু সময়ের জন্য তিনি দুর্বলও হয়ে পড়তেন। পরে ধীরে ধীরে তার উপশম হত।

একজন নাসেরা হুযুর আনোয়ারকে বলে, স্কুলে বান্ধবীরা একথা বিশ্বাস করতেই চায় না যে সে নিজের ইচ্ছায় স্কার্ফ পরে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যদি স্কার্ফ পরে খুশি অনুভব করেন, তবে তারা অবশ্যই বিশ্বাস করবে যে, আপনাকে পরতে বাধ্য করা হচ্ছে না। তবে আপনি যদি মনমরা হয়ে থাকেন তবে তারা বলবে, আপনি মিথ্যা বলছেন। (আপনি বলতে পারেন) আমি এটিকে ভাল মনে করি তাই পরি। যাইহোক আপনি যদি আপনার বান্ধবীদেরকে বলেন যে, একটা বিশেষ খাবার আপনার খুব প্রিয়, আর বান্ধবীরা যদি বলে আপনি মিথ্যা বলছেন। তবে কি আপনি সেই খাবারটি খাওয়া ছেড়ে দিবেন? তাই প্রত্যেকের যেটা পছন্দ সে সেটাই করে থাকে। আর যেটা সে করুক, সেটা যদি খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে, তবে সেই কাজ তার আরও বেশি তৎপরাতার সাথে করা উচিত। তাকে বলা উচিত যে, আপনার স্কার্ফ আপনি নিজের ধর্মবিশ্বাসের অনুশাসন মেনে পরে থাকে আর সেটাও আপনি নিজের ইচ্ছেয় পরছেন।

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন, এ বিষয়ে কোন যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করানোর প্রয়োজন নেই। যারা আপনার চলাফেরা নিয়ে সন্দেহ করে, আপনি তাদের সঙ্গে লড়াই তো আর করতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে লড়াই করা আমাদের কাজ নয়। আপনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন, এখন তারা মানুক বা না মানুক তাতে কিছু যায় আসে না। অন্যান্য মেয়েরা আপনাকে জ্বালাতন করে বলে মোটেই হীনমন্যতার শিকার হবেন না। তারা চাইলে আপনাকে জ্বালাতন করতে পারে। আমরা যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের ধর্মের শিক্ষামালা অনুশীলন করি, তবে লোকে কি ভাববে তা নিয়ে আমাদের মোটেই চিন্তিত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন: কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ও যুগ খলীফার ভালবাসা লাভ করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জনের জন্য তিনি তাঁর ইবাদত করার এবং তাঁর নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং নামাযে অবিচলতা ও কান্নাকাটি করার উপদেশ দিয়েছেন। এর পরেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে স্বীয় নৈকট্য দান করেন। তখন তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করবেন আর যখন আপনাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করবে তখন অনুভব করবেন যে, আপনি খোদার নৈকট্য লাভ করেছেন। খোদার নৈকট্য লাভ হলে তখন তিনিই আপনাকে আরও বেশি নৈকট্য লাভে উদ্বুদ্ধ হবেন যাঁর সঙ্গে আপনি বয়আতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং সেগুলির উপর আমল করবেন। যুগ খলীফা আপনাদেরকে পুণ্যের আদেশ দেয় আর আপনারা যখন এমনটি করেন তখন আপনারা খোদার নৈকট্য লাভ করেন। আর এই পুণ্যকর্মগুলিই আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত করবে। যখন আপনারা ভাল কাজ করেন১ এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন তিনি যেন আপনাদেরকে নৈকট্য দান করেন, তখন খোদা তা'লা আপনাদের মনে প্রশান্তিও সৃষ্টি করেন।

তাই আমি তোমাদের বলে থাকি, পুণ্যের দিকে এস, নামাযের দিকে এস, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ কর যাতে পুণ্যবানরা রক্ষা পায় এবং পৃথিবীর সংশোধনের কাজ করে।

একজন ওয়াকফে নও কিশোর বলে, আমি লন্ডনে একটা ছেলের সঙ্গে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলাম। হুযুর আনোয়ার বলেছিলেন, সে মুসলমান হয়ে যাবে। আলহামদোলিল্লাহ, সে মুসলমান হয়ে গেছে। সে দুটি স্বপ্নও দেখেছে। কিন্তু এখন সে আহমদীয়াতের দিকে আসছে না। তার জন্য দোয়া করুন। সে নিজে বলছে, অন্য কোন ইসলামের অস্তিত্বই নেই। একথা শুনে হুযুর বলেন, তাকে বলো, তুমি মুসলমান কিভাবে হলে? আহমদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তো মুসলমান হয়েছ। ইসলাম যদি অন্য কোথাও না থাকে, তবে যে পথ তোমাকে দেখানো হয়েছে, সেই পথে চলতে শুরু করেছ এখন মাঝপথেথ এসে থমকে গেলে কেন? প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। গন্তব্য পেয়ে গেছি মনে করে মাঝ পথে এসে দাঁড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাকে বুঝিয়ে বল যে, আহমদীয়াত তোমার মাঝে বুদ্ধির উদয় ঘটিয়েছে, এখন গন্তব্যে পৌঁছাও।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বেলজিয়ামে এক নাস্তিক ব্যক্তি ছিল। আহমদীরা তাকে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বসী করে তুলেছে। যখন সে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারল, তখন সে বলল, অন্যত্র যাওয়ার চাইতে আহমদী হওয়াই শ্রেয়। তাকেও একথা বল যে, যে তোমাকে বুদ্ধি দিল, তার থেকেই তুমি দূরে সরে যাচ্ছ। এই জন্য যে, আহমদীয়া জামাতের মধ্যে কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। হতে পারে নিকটজনের মধ্যে হয়তো আহমদীরা ছিল, যারা তার উপর ভাল প্রভাব ফেলে নি। কিন্তু (জামাতের) শিক্ষা তার পছন্দ হয়েছে। তাকে বল, তুমি বাইরে গিয়ে দেখ, দেখবে যদি আহমদীদের মধ্যে যদি ২০ শতাংশ অসৎ হয়, তবে (জামাত) এর বাইরে ৮০ শতাংশই অসৎ পথে চলছে। তাই আহমদীয়াতের দিকেই আসতে হবে। ইসলামের অর্থ এর পুরোটা মেনে চলা। আর পুরোপুরি মেনে চলার জন্য যদি আঁহযরত (সা.)কে মান্য করে থাক তবে আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও। তাকে গিয়ে আমার সালাম বলে দিও। এই সালাম দূর থেকে বলে দেওয়া ঠিক হবে না। সালাম পৌঁছে দিতে হলে তাকে গ্রহণ করে সালাম পৌঁছে দাও।

****

খুতবার শেষাংশ...)

আমি এখন বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে চাই, প্রায়শই বলে থাকি; দোয়া করতে থাকুন। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে আমাদের সুরক্ষিত রাখেন। কেননা ইসরাইল ইতোমধ্যে ইরানের ওপর আক্রমণ করে বসেছে আর এই যুদ্ধের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এরা অর্থাৎ ইসরাইল সরকার তো এখন এক এক করে সব মুসলিম রাষ্ট্রেরই ক্ষতি করতে চাইবে। অথচ মুসলিম দেশগুলো এখনও ঘুমিয়ে আছে; (তারা) কেবল নিজেদের উন্নতি ও অন্যান্য স্বার্থের চিন্তায় ডুবে আছে,আর তারা বুঝতেও পারছে না- কী ঘটতে যাচ্ছে! মুসলমানদের তো বর্তমানে আমলও নেই, আর দোয়ার প্রতিও মনোযোগ নেই। আর এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের যে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে- তা তারা কল্পনাও করতে পারছে না।

আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন আর এদিকে (তথা আদর্শ ও দোয়ার প্রতি) তারা মনোযোগী হোক এবং নিজেদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হোক। এমন যেন না হয় যে, 'অমুক অমুক ফিরকা রয়েছে, তাই আমরা তাদেরকে সাহায্য করব না'। সব দেশই বিপদের আশঙ্কায় আছে। কেননা 'আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহেদাহ' হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ (ইসলামের বিরুদ্ধে) কাফিররা একজোট হয়ে গিয়েছে। তাই মুসলমানদেরকেও 'উম্মতে ওয়াহেদা'(তথা এক জাতিতে) পরিণত হতে হবে। তবেই তারা রক্ষা পাবে, নতুবা বাঁচার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক নিষ্পাপ ও প্রত্যেক অত্যাচারিতকে বড়ো ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। আর আমাদেরও দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, (আমীন)

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir